সতীনাথ

ভট্টপল্লী-নিবাসী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সন ১৩২৬ সাল।

মূল্য বার আনা মাত্র।

শ্রীসতিপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুকষ্টল
১২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পিতৃদেব ৺ভারিপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

পিতঃ!

মনে পড়ে ছেলে বেলায় একদিন নিদাঘের পূর্ণিমা রাত্রে আমি যখন আপনার কাছে ছাদের উপর শুয়েছিলাম তখন আকাশে নক্ষত্র দেখে আপনাকে ব'লেছিলাম "বাবা মানুষ মলে নক্ষত্র হয় না?" আপনিও আপনার অজ্ঞান শিশুকে ভোলাবার জন্য একটু হেসে ব'লেছিলেন "তাই হয় বাবা" কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি কেন আপনি তখন হেসেছিলেন। এখন আমার ধারণা মানুষ মলে বোধ হয় নক্ষত্র হয় না। কিন্তু দেব! রাত্রে যখনই আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করি দেখি একটা উজ্জ্বল তারা আমারি দিকে চেয়ে আছে, যেন আমাকে কি বলতে চায়। পিতঃ! আমি জানি না আপনি সেখানে কি না! মাঝে মাঝে ভাবি আপনি হয়ত অমন করে আমার দিকে চেয়ে থাকেন সকলের অজ্ঞাতে আমার মাথার উপর সহস্র আশীষ ধারা বর্ষণ করেন।

পিতঃ!

অন্যের কাছে এ কথা বললে সে হয় ত আমাকে পাগল ব'লে উপহাস করবে, কিন্তু পরে যাই বলুক আমি এ ভুল সংশোধন কতে পারব না; জানি না এতে আমার কি স্বার্থ—কি শান্তি।

পিতঃ!

আপনি পড়তে বল্লে আমি আপনার কথা না শুনে গোপনে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতাম্ বুঝতে পাত্তাম না (এখনো পারিনি) এতে আমার ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার হচ্চে, জানতে ও চাইতাম না সাহিত্য-চর্চ্চা করা ভাল কি মন্দ। বাসি বন ফুল কুড়িয়ে আমার সামর্থরূপ যে অর্ঘ্যটী র'চেচি

ও পায়ের কাছে তুচ্ছ হ'লেও তাদের গোলাপ-মালতিভরা অঞ্জলির কাছে এর মূল্য অনেক, কারণ আপনার চরণে দেবার অধিকার আছে। পিতঃ!

হয়ত আমাকে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ কত্তে দেখে অনেকে উপহাস কর্ব্বেন, আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত এ পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থ হ'তে কীট বাহির ক'রে অন্যের কাছে এটা অপদার্থ এবং বালকের খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছু নয় এই প্রমাণ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বেন কিন্তু আমার বিশ্বাস আমিও যেমন আপনার কাছে চিরপ্রিয় ও আপনার অগাধ ভালবাসার ক্ষুদ্র আধার ছিলাম আমার এ পুস্তকও তার এক কণা লাভ কর্ব্বে। পিতঃ! ভুল থাকে সংশোধন ক'রে নিতে দূর থেকে আদেশ কর্ব্বেন দোষ হ'য়ে থাকে ত আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন। আমি তার কিছু চাই না যেন এখান থেকে আপনাকে পূজা কর্ব্বার এমনি ক'রে আপনার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার অধিকার আমার চির দিনই থাকে। এতে আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না দেবতা।

আপনার হতভাগ্য পুত্র---

নগেন।

সতীনাথ

১

"বাবা সতীনাথ কিছু খাবে ?"

"না বাবা।"

"না খেয়ে কদিন বাঁচ্‌বে বাবা ?"

"আমার বেদানা আর ভাল লাগে না।"

"না হয় দুটী কিস্‌মিস্‌ আর একটু দুধ খাও ?"

পুত্র আর কিছু বলিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পিতা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—মা সরলা! একটু দুধ আর আল্‌মারীর উপর থেকে দুটী কিস্‌মিস্‌ নিয়ে এস। ভিতর হইতে উত্তর হইল, "যাই বাবা" কিছুক্ষণ পরে দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী বালিকা একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও কাগজে মোড়া কিস্‌মিস্‌ লইয়া আসিল।

পিতা বলিলেন,—সরলা, রান্না হ'য়েছে ?

সরলা বলিল,—হ'য়েছে। তুমি খেয়ে এস, আমি দাদাকে দুধ খাওয়াই।

পিতা উঠিলেন,—কিছুকাল কি ভাবিলেন, তারপর "কবিরাজ এলে আমায় ডেকো মা" বলিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

বালিকা সরলা রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রোগীকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। দুগ্ধপান করিয়া রোগী কিছু সবল হইল, পরে সরলার মুখের উপর সেই স্নেহমাখা চক্ষু দুইটী ফিরাইল।

সরলা বলিল,—দাদা, আজ কেমন আছ ?

রোগী উত্তর করিল,—ভাল আছি বোন্। তোমার খাওয়া হ'য়েছে সরলা ?

সরলা উত্তর করিল,—না দাদা, বাবা আসুন, তবে আমি খেতে যাব।

রোগী জিজ্ঞাসা করিল,—অনেক বেলা হ'য়েছে, এখনও খাস্‌নি নাই ? তুই দিদি আমার জন্য পাগল হবি ? তোর কি কষ্ট হয় না সরলা ?

সরলা উত্তর করিল, না দাদা, আমার কষ্ট হয় না।

ভ্রাতা বলিল,—আশীর্ব্বাদ করি একটী টুকটুকে বর হোক। আমি সাবলেই সে চেষ্টা কর্‌ব।

লজ্জাবনত মুখী সরলা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া রহিল।

ভ্রাতা কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া পুনরায় বলিল,—কথা ক'চ্চো না যে ? লজ্জা হ'লো বুঝি ? বাঃ—এই কথাতেই লজ্জা। রোগী সতীনাথ কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তারপর পুনরায় বলিল,—সরলা আমার মাথায় একটু হাত বোলাত বোন্। সরলা হাত বুলাইতে লাগিল। সরলার কোমল হস্তস্পর্শে রোগী যন্ত্রণার হস্ত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইল।

এমন সময় কবিরাজ মহাশয় আসিয়া বলিলেন, সরলা! তোমার বাবা কোথায় ?

সরলা বলিল,—বাবা খেতে গেছেন ; ডেকে আনি ?

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—যাও।

সরলা চলিয়া গেল, কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রায় মহাশয় সে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—আর দুতিন দিনের মধ্যে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

কবিরাজ মহাশয় চক্ষু বুজিয়া নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া পুনরায় বলিলেন,—আজ জ্বর নাই বলিলেই হয়। আজ কিছু না দিয়া কাল রুটী পরশ্ব অন্নের ব্যবস্থা করিবেন। আর মকরধ্বজ চিরতার জল ও মধু এই তিনটী দ্রব্য একত্রে মাড়িয়া খাওয়াইয়া দিবেন।

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় উঠিলেন। রায় মহাশয় একটা অখণ্ড রৌপ্য মুদ্রা তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

কবিরাজ মহাশয় মুদ্রাটী ট্যাঁকে গুঁজিয়া বলিলেন,—এ আবার কেন?

রায় মহাশয় বলিলেন,—এটী কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—আচ্ছা কাল একবার দেখে যাব।

রায় মহাশয় বলিলেন,—আজ্ঞে সেত দেখা উচিত।

কবিরাজ মহাশয় আর বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া চলিয়া গেলেন।

কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে রায় মহাশয় বলিলেন,—মা সরলা! যাও খাওগে। সরলা চলিয়া গেল।

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা এখন কেমন আছ?

পুত্র বলিল,—ভাল আছি বাবা।

রায় মহাশয় বলিলেন,—তবে একটু ঘুমাও।

পুত্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিল।

পিতা শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

২

দিন যায় দিন আর আসে না, কাল যায় কালও আর আসে না; মানবের সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় গতিশীল, "কালস্য কুটিলা গতিঃ" অনুসারে মানবের সকল সুখ দুঃখ ঘূর্ণমান হইয়া থাকে। কালের গতিতে কত পর্ব্বত সমভূমি হয়, কত শস্যক্ষেত্র মরুভূমি হয়, কত নদনদী চরে পরিণত হয়, কতদেশ বন্যার প্লাবনে ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড ও জলজন্তু সংযুক্ত নদীর আকার ধারণ করিয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়। কত বিজন অরণ্য জীব শ্রেষ্ঠ মানবের দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া সুবিশাল এবং সুসজ্জিত নগরীরূপে পরিগণিত হয়।

সেই কাল-স্রোতে আজ সতীনাথ রোগমুক্ত হইতে পারিয়াছে; সতীনাথ প্রাঙ্গনে একখানি খট্টার উপর অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় শুইয়া আছে। সরলা তাহার পার্শ্বে বসিয়া পাখা হস্তে ব্যজন করিতেছে, উভয়েই নীরব।

সতীনাথ প্রথমেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, সরলা দেখ দেখি বোন আকাশটা কি নির্ম্মল! মানুষের হৃদয় যদি এত নির্ম্মল হ'তো তা'হলে কি আমাদের এ কষ্ট হয় বোন্!

সরলা বলিল, --আচ্ছা দাদা, আজ ত পূর্ণিমা? তারপর অমাবস্যা আসবে। তারপর প্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, এইরূপে পুনরায় পূর্ণিমা আসবে। মানুষ্যের কি দাদা সে রকম পরপর ঘোবে না?

সতীনাথ বলিল, --হাঁ বোন, মানুষের এইরূপ পরপর সুখ ও দুঃখ ঘূর্ণমান হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে সুখ দুঃখের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আর মানুষের কতদিন কত মাস কত বৎসর কত যুগের পরে সুখ দুঃখের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

সরলা বলিল,—আচ্ছা দাদা প্রকৃতির সুখদুঃখ কার অধীনে?

সতীনাথ বলিল,—আমাদেরও সুখ দুঃখ যার অধীনে সেই ঈশ্বরের অধীনেই প্রকৃতির সুখ দুঃখ।

সরলা বলিল,— দাদা, প্রকৃতি ঈশ্বরের বউ, না?

সতীনাথ সহাস্যে বলিল,—কেন?

সরলা বলিল,—দেখ চোনা তা হ'লে এরকম একচোখো-মি হবে কেন। আমাদের বেলা কত যুগপরে, আর প্রকৃতির বেলা পনর দিন অন্তর এটা একচোখোমি নয়?

সতীনাথ হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় রায় মহাশয় ডাকিলেন, মা সরলা একবার এদিকে এসত! সরলা চলিয়া গেল।

৩

সতীনাথ সুস্থ হইয়াই তাহার বন্ধু বিন্দুমাধবের সহিত ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ করিল। বিন্দুমাধবের পিতার নাম হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিবাস নলকোড়া গ্রামে। তাঁহার সুবিস্তৃত জমিদারী আছে। তাঁহার আয় বাৎসরিক অন্যূন বিশ সহস্র মুদ্রা। হরিশচন্দ্রের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর, মধ্যম বিন্দুমাধব ও কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী। বিন্দুমাধব গ্রাম্য উচ্চ প্রাইমারী স্কুল হইতে পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে যায়, তখন সতীনাথের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়। সেই অবধি উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়। সেই হেতু এই বিবাহে বিন্দুমাধব ও তাহার পিতা হরিশচন্দ্র উভয়ে সম্মত ছিলেন, তাই আষাঢ়ের পনরই বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। আজ আষাঢ় মাসের দশই, সতীনাথ অত্যন্ত উৎসাহে বিবাহের আয়োজনাদি

করিতেছে, সরলার মাতা ঠাকুরাণী বহুদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, মাটীতে মেয়ে মানুষের মধ্যে সরলা ও এক পুরাতন দাসী সুরমা। তাই সতীনাথ, বহু চেষ্টায় তাঁহার পিসি মনোরমাকে তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিয়াছে। আর পাড়ার দুই একজনও তাহাদের সাহায্যার্থ আগমন করিল। সকলেই কাজে ব্যস্ত, সকলের চেয়ে ব্যস্ত আমাদের সতীনাথ, সে কখন ঘর মেরামত করিবার জন্য মিস্ত্রিদিগের আজ্ঞা করিতেছে, কখন বা প্রাঙ্গনের জঙ্গল সকল পরিষ্কার করাইতেছে, কখন বা উৎসুক নেত্রে মেয়েদের প্রতি চাহিতেছে। তাহার চাহনিতে বোঝাইতেছে যে "অলসতা করিও না" তাহা হইলে মান থাকিবে না। এমন সময় রায় মহাশয় ডাকিলেন, সতীনাথ!

পুত্র উত্তর দিল,—কি বাবা?

রায় মহাশয় বলিলেন, এদিকে একবার এসত! পুত্র পিতার প্রকোষ্ঠে গমন করিল।

পিতা বলিলেন, সতীনাথ, তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করিতেছ। এই সেদিন অসুখ থেকে উঠেছ, তোমার অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই।

পুত্র বলিল,—না বাবা, আমার কিছুই পরিশ্রম হয় নাই।

পিতা বলিলেন, আচ্ছা তুমি নিজের শরীর বুঝে কাজ করো। তুমি বড় হয়েছ নিজের শরীর অবশ্যই বুঝতে পার, তোমায় আর কি বল্‌ব।

পুত্র মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিল!

পিতা বলিলেন,—কত বরযাত্রি হবে জান?

পুত্র বলিল,—বিন্দু বলেছে শতখানেক।

পিতা বলিলেন,—তা হলে ধরে নাও দেড়শত।

পুত্র বলিল,—কমও হতে পারে।

পিতা বলিলেন,—কম হয় কন্যাযাত্র আছে। তা বলে কমের যোগাড় করতে নাই।

পুত্র বলিল,—বড় লোকাভাব।

পিতা বলিলেন,—সে যোগাড় আমি করব।

পুত্র বলিল,—আর সমস্ত যোগাড় করা দরকার।

পিতা বলিলেন,—তা'র জন্য ভেব না এখনই আমি উপকরণাদি সব আনিতেছি।

পিতা পুত্র দুই দিকে চলিয়া গেলেন।

২

আজ বিন্দুমাধবের বিবাহ। বন্ধুগণ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বিন্দুমাধবের ভাবী শ্বশুরালয় বশিরহাট। বন্ধুগণ বিন্দুর সহিত রসালাপ করিতেছে। বিন্দু আজ সমভাবেই সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছে। কলিকাতা হইতে বিন্দুর বন্ধুগণের মধ্যে চারিজন আসিয়াছে। নৃপেন্দ্র, পতিতপাবন, বিষ্ণুচরণ আর অমর এ কজনই বিন্দুর সহপাঠী। পনরজন আসিবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ চারজন ভিন্ন অন্য কেহই আসিতে পারে নাই। বিন্দুর পিতা বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র এই চার জনকেই অতি যত্ন করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় হরিশচন্দ্র নৃপেন্দ্রকে ডাকিলেন,—বাবা নৃপেন, একবার শোনত।

নৃপেন্দ্র বৃদ্ধের আহ্বানে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিশচন্দ্র বলিলেন,—শোন বাবা তোমরা বিন্দুর শ্বশুর বাটীতে বেশী কিছু উপদ্রব ক'রো না, কারণ তুমি বোধ হয় বশিরহাটের রায় বংশের নাম শুনে থাকবে। তাঁরা অতি ধনী এবং অতি অভিমানী, দুর্ভাগ্যক্রমে

বেহাই মহাশয় সেই রায় বংশের সন্তান হ'য়েও ডাকাতের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত। সেখানে তাঁকে যদি কেউ কিছু বলে তাহ'লে তিনি হয়ত ভারি দুঃখিত হবেন। সেই জন্য বল্‌ছি কিছু উপদ্রব করো না।

নৃপেন্দ্র বলিল,—আজ্ঞা রায় বংশ আমার মামার বাড়ী, আর রায় মহাশয় আমার মামা। আমি মামার বাড়ীতে কি উপদ্রব কর্‌ব? মামা আমায় বারংবার যাওয়ার জন্য পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু বিন্দুর অনুরোধের জন্য যাইতে পারি নাই।

হরিশচন্দ্র বলিলেন,—বাঃ বাঃ বেশ! ওরে বিন্দু, তোর সম্বন্ধের লোক দেখে যা। আচ্ছা তোমার মা সেখানে আছেন ত?

নৃপেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মার শরীর তেমন সুস্থ নয় সেই জন্যই তিনি আসতে পারেন নাই। এইরূপ কথাবার্ত্তায় বেলা প্রায় অবসান হইল। চারিদিকে গ্যাসের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। গ্রাম্য চাষারা সেই আলোক সকল ধীরে ধীর লইয়া চলিল। গ্রাম্য বালক বালিকা সকল বরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাঞ্জাম বাহকগণ ধীরে ধীরে তাঞ্জাম লইয়া চলিল। তাঞ্জামের পিছনে গ্রাম্য অশ্বযান সকল ধীরে ধীরে চলিল। কিছুদূর গিয়া হরিশচন্দ্র দেখিলেন সতীনাথ তাহাদের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হরিশচন্দ্র ডাকিলেন, সতীনাথ! সতীনাথ উত্তর দিল, আজ্ঞা এই দিকে আসুন কিছু ভয় নাই, এখান দিয়ে অনায়াসেই যাওয়া যাবে।

হরিশ বলিলেন,—হ্যাঁ হে হ্যাঁ! আমরাও এ পথ চিনি। বল্‌ছি তোমার কুটুম্ব দেখে যাও।

সতীনাথ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল গাড়ীর ভিতর নৃপেন্দ্র।

সতীনাথ একটু শ্লেষের সহিত বলিল,—কিরে কি মনে করে?

নৃপেন বলিল,—কেন এদেশে কি আস্‌তে নেই নাকি ?

সতীনাথ বলিল,—এ দেশের জল হাওয়া খারাপ ! এদেশে এসে অনুচিত করেছ ।

নৃপেন কিছু অপ্রতিভ হইল, কারণ তাঁহার মাতাকে যখন সতীনাথ আনিতে গিয়াছিল, তখন তিনি বলেন আমার শরীর অসুস্থ । তারপর নৃপেনকে আসিতে অনুরোধ করাতে নৃপেনের মাতা বলেন, ওর কলেজ এখন খোলা, গেলে কলেজ কামাই হবে । আর দ্বিতীয়তঃ সেখানের জল হাওয়া অতি খারাপ, গেলে অসুখ হবে ।

সেই জন্য নৃপেন্দ্র মৌনভাবে বসিয়া রহিল । ক্রমে বর আসিয়া পৌঁছিল । হরিশচন্দ্র আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । রায় মহাশয় অতীব আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন । নৃপেন্দ্রও সেদলে যোগ দিল । যা হোক সেরাত্রে নির্ব্বিঘ্নে সমস্তকার্য্য সম্পন্ন হইল । সকলেই পরম সন্তোষের সহিত ভোজনাদি সম্পন্ন করিলেন ।

পরদিন বর বিদায় করা হইল । হরিশ, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে নিজগ্রামে আসিলেন । তারপর বৌ দেখার ভিড় । দলে দলে রমণী সকল আসিয়া বৌ দেখিতে লাগিল । রমণী সকল বড় খুঁত দেখিতে পারে । কিন্তু সরলা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, কেহই তাহার খুঁত দেখিতে পাইল না । কিন্তু রমণীকুল ছাড়িবার পাত্র নয় । কেহ বলিল বৌয়ের রংটা কিছু মাটো, কেহ বলিল বৌয়ের চোক দুটী বড় ছোট, কেহ বলিল বউটা যেন কিছু বেহায়া বেহায়া বোধ হ'লো । হরিশ গৃহিণী কোন কথায় কান দিলেন না । তিনি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বধূমাতাকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন । তারপরদিন ফুলশয্যা, সতীনাথ বহু ফুলশয্যার উপযোগী দ্রব্য সকল দশ বার জন প্রজার মাথায় দিয়া তাহাদের সহিত সরলার

শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, ওগো কে বলে আমার বৌমার বাপেরা গরীব, দেখে যাও ফুলশয্যার ব্যাপারটা। বাটীর ভিতর হইতে হরিশচন্দ্রের স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেখর কন্যা ইন্দুমতী ও অন্যান্য যাহারা ছিল সকলেই আসিল। হরিশচন্দ্রের স্ত্রী বলিলেন, বাবা সতীনাথ। করেছ কি ? এত আয়োজনের কিছুই দরকার ছিল না ?

চন্দ্রশেখরের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বলিলেন, সবই করেছ সতীনাথ, কিন্তু সাজান ঠিক হয় নি। তোমাদের বাড়ীতে মেয়ে মানুষ নেই বুঝি ?

সতীনাথ বলিল, আজ্ঞে না। পিসি ছিলেন কাল তিনিও চলে গেছেন ?

তারপর সমস্ত তোলা হইল, কেবল একটী হাঁড়ী তোলা হইল না। বঙ্গ মহিলারা জানেন যে ফুলশয্যার দিন হাঁড়ীর মুখে সরাঢাকা কি অপূর্ব্ব দ্রব্য থাকে। তাই পাকা গিন্নী হরিশের স্ত্রী সেই হাঁড়ীটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ কার বিদ্যে ? সতীনাথ ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানিত না, সে বলিল, কি ?

হেমাঙ্গিনী বলিল, কি দেখ্‌বে ? বলিয়া হাঁড়ীটীর সরাখানি তুলিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। হেমাঙ্গিনী ভাবিয়াছিল সতীনাথের গায় যাবে, কিন্তু তা হইল না। তাহারই সেই পদ্ম মুখে পোড়ো আর্সুলা গিয়া বসিল। তিনি বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন আর্সুলা সকল পদ্ম খুঁজিতে গৃহিণী ও ইন্দুমতিকে তাড়া করিল। তাহারাও পালাইল আর অন্যান্য সকলে তথা হইতে বীর পুরুষের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

হরিশচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। যা হোক্‌ গৃহিণী ফুলশয্যার সামগ্রী সমস্ত গ্রামবাসীদের কিছু কিছু বিতরণ করিয়া দিলেন।

৩

বিন্দুমাধবের বিবাহের কিছু দিন পরে, একদা ইন্দু ছাদের উপর একলা বসিয়া কি যেন এক নিরাশার স্বপ্ন ভাবিতেছে। শারদেন্দু অতীব স্নিগ্ধ তেজোরাশি বর্ষণ করিতেছেন আর মাঝে মাঝে প্রেমিক ইন্দু মেঘ মুক্ত হইয়া কুমুদিনীর চেয়ে সুন্দর ইন্দুর মুখ চুম্বন করিয়া আবার লজ্জায় মেঘের অন্তরালে লুকাইতেছেন। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া নিশায় বৃক্ষপত্র সকল ঝক্‌মক্ করিতেছে। বর্ষার অবসানে শরতের দৃশ্য এইরূপই প্রায় হইয়া থাকে।

অয়ি জ্যোৎস্নাময়ী-শারদীয়ে নিশে! অয়ি যুবজন মনোহারিনি বিমলা-স্বাদদায়িনী শারদীয়ে নিশে! অয়ি বিরহবর্দ্ধনকারিকে! দম্পতী নয়নানন্দ-বৰ্দ্ধনকারিকে! দম্পতী-হৃদয়-তাপ-হারিণী শারদীয়ে নিশে! অয়ি কবিজন প্রীতিদান-কারিকে পুষ্প-সৌরভবর্দ্ধন-কারিকে শিশুজন মনলোভে শারদীয়ে নিশে! আজ তোমার এ আনন্দ কেন? কেন আজ মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দুমতিকে কষ্ট দিতেছ?

ইন্দুর বয়স অনুমাণ ত্রয়োদশ বৎসর। ইন্দুর বদন মণ্ডল শারদেন্দুর মত। ইন্দুর দেহলতা নাতিস্থূল নাতিকৃশ, মৃণালবৎ বাহু যুগল। মোটা মুটি ইন্দু সুন্দরী।

যাহোক ইন্দু জমিদার কন্যা। হরিশচন্দ্র বড় সঙ্গীত প্রিয়। তিনি ইন্দুকে, ওস্তাদ রাখিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দেন। ইন্দু মোটা মুটি সঙ্গীত শিক্ষা করে। তাই আজ ছাদের উপর হারমোনিয়ামের সহিত সুর মিলাইয়া কোকিল কণ্ঠে গাহিল।

গীত।

ভেসে আসে কোন অতীতের স্মৃতি
ক্ষিপ্ত হৃদয় সাগরে।
সুন্দর চিরমধুমাখা ভাষা
স্বপনের সুখ আগারে।
বাল্য মুখরিত প্রথম জীবন
শূন্যে অবনীতে বিলীন এখন।
দূর সঙ্গীতের ঝঙ্কারটী যেন
স্মৃতি আনে মন মাঝারে।
নির্জ্জন মম কন্দ মাঝারে
স্মৃতি জ্বালা মম সাদরে বিহরে
দূর সঙ্গীত ভেসে আসে যেন
হৃদয় কেন্দ্র মাঝারে।

ক্রমে স্বর উচ্চ হ'তেও উচ্চ পর্দ্দায় চড়িতে লাগিল। স্বর শুনিয়া সরলা তাহার পার্শ্বে আসিয়া নিঃশব্দে বসিল।

সঙ্গীত থামিল, ইন্দু কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, সতীনাথকে যদি পাই আবার এরকম আনন্দ কর্‌ব, না হ'লে এই শেষ।

সরলা ভ্রাতার নামে চমকিত হইল। মনে মনে ভাবিল,— তবে কি দাদাকে ভালবাসিয়াছে। সরলা মনের আবেগে ডাকিলেন,— ঠাকুর ঝি! ইন্দুমতী চমকিত হইল, ক্ষণকাল কিছু বলিতে পারিল না ক্ষণপরে বলিল কি বউ দি!

সরলা। আচ্ছাভাই তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ঠিক বলবে?

ইন্দু। বলনা যদি জানা থাকেত নিশ্চয়ই বল্‌ব।

সরলা। আচ্ছা ভাই! তুমি দাদাকে ভালবাস? ইন্দু মৌনভাবে বসিয়া রহিল, সরলা সস্নেহে ইন্দুর মাথা ক্রোড়ে রাখিয়া বলিল,—বল্‌বে না?

ইন্দু। হাঁ বাসি।

সরলা। সে আশা হৃদয় থেকে দূর কর! আমরা গরীব তোমরা বড় লোক, তোমার সঙ্গে দাদার বিয়েতে এবাটীর কেহই সম্মত হবেন না। একথা ত তোমার ভাবা উচিত বোন্?

ইন্দু। আচ্ছা বৌদি! বড়লোকের সঙ্গে গরীব লোকের পার্থক্য কি? গরীবরাও যে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, আর বড় লোকেরাও ত সেই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট! তবে বড় লোকেরা গরীবদের ঘৃণা করে কেন!

সরলা। ভাই জগতই অর্থের দাস। সকলেই প্রথম অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হয়। তার পর সেই অর্থের দাস, যেমন কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল, অমনি সে সঙ্গীগণের কথা অকাতরে ভুলিল। এমন কি যদি কোনও সঙ্গী তাহার কাছে সামান্য অর্থের জন্য ভিক্ষা করিতে আসে তবে সেই ধনী তাহার সেই পরিচিত সঙ্গীকে একেবারেই চিনিতে পারে না। তাহার পূর্ব্ব সঙ্গী তাহার ভাব দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়।

ইন্দু। আচ্ছা বৌদি তোমরা কি চিবকালই গরীব ছিলে?

সরলা। না ভাই আমাদেরও এমন দিন ছিল যে আমাদের বাটীতে একশ লোকের পাত পড়ত। একদিন একদল ডাকাত এসে আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। সেই অবধি আমরা গরীব।

ইন্দু। আচ্ছা বৌদি তোমার মা আছেন?

সরলা। না ভাই আমি হতভাগিনী, আমি যখন সাত বৎসরের

তখন আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। সে ডাকাতরাই আমার মাকে মেরে সঙ্গে নিয়ে যায়। মার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। এই বলিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় হেমাঙ্গিনী ডাকিল ও ছোট বৌ! খাবি আয়, তখন উভয়ে রান্নাঘর অভিমুখে গমন করিল।

৬

আজ রায় বংশের একমাত্র সন্তান হরিসাধন রায়ের জমিদারী, ঘর বাড়ী সমস্তই নিলাম হইবে। সরলার বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা কৰ্জ্জ করিতে হইয়াছিল। সেই কর্জ্জের জন্য রায় মহাশয় স্ব ইচ্ছায় সমস্ত জমীদারী বিক্রয় করিতেছেন। যাহার নিকট হইতে কৰ্জ্জ লইয়াছিলেন, সে ব্যক্তি রায় মহাশয়েরই একজন মাতব্বর প্রজা। তাহার নাম ওজর আলি। সে প্রথমে জমিদারী কিনিতে সম্মত হয় নাই। শেষে রায় মহাশয় বিস্তর বুঝাইয়া তাহাকে বলাতে, সে বলে দাদাঠাকুর আপনাদের অনেক খেইছি! আমি যদি সামান্য পাঁচহাজার টাকার জন্য আপনার সম্পত্তি কিনি, খোদা যে আমায় অভিশাপ দিবেন দাদাঠাকুর! পরে রায় মহাশয় ওজর আলিকে বলিলেন, তুমি আমায় তাহ'লে আর এক হাজার টাকা ধার দাও, আর গ্রামে রটিয়ে দাও আমি জমিদারী বিক্রয় করিয়াছি।

ওজর আলিও সে কথায় সম্মত হইল। এবং আর এক সহস্র মুদ্রা বিনা সুদে রায় মহাশয়কে প্রদান করিল। তারপর দিন আর কেহ সতীনাথ ও রায় মহাশয়কে দেখিতে পাইল না।

ক্রমে দেশময় রাষ্ট্র হইল, রায় মহাশয় ওজর আলির কাছে সমস্ত

সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহই জানে না এমন কি ওজর আলিও জানে না।

সরলা এ সংবাদে কাঁদিল ; খুব কাঁদিল, ইন্দুও অন্তর মধ্যে কি যেন এক নূতন অভাব অনুভব করিতে লাগিল। বৃদ্ধ হরিশ এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। বিন্দু কলিকাতায় প্রেশিডেন্সি কলেজে পড়িত এবং কলিকাতাতেই থাকিত। সে এই সংবাদ—শুনিয়া সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য কলিকাতা হইতে বাটী আসিল এবং এঘটনা সত্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল।

রাত্রে বিন্দুর কাছে সরলা কাঁদিল। কিছুক্ষণ কান্না কাটীর পর বিন্দু বলিল একটা খবর শুন্‌বে ?

সরলা। কি !

বিন্দু। ইন্দুর নৃপেনের সঙ্গে বিয়ে হবে। সরলা আবেগের সহিত সহিত বলিল, তাহ'লে আর ইন্দু বাঁচবে না। বিন্দু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হইয়া বলিলেন, কেন ?

সরলা। সে দাদাকে ভাল বাসে। ইন্দু আমায় বোলেছে বাবা যদি অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য পীড়া পীড়িত করেন, তাহ'লে সে আত্মহত্যা কর্‌বে।

বিন্দু মাধব সে কথা পরদিন পিতাকে জানাইল। বৃদ্ধ হরিশ বলিলেন, তবে এখন থাক্।

সেই অবধি আর কেহ রায় মহাশয় ও সতীনাথের কোনও সংবাদ বলিতে পারিল না।

এদিকে বৃদ্ধ হরিসাধন রায় প্রিয় জন্ম ভূমির নিকট হইতে বিদায় লইয়া হাবড়া ষ্টেশনে আসিলেন। সতীনাথকে দুখানি আগরার

টিকিট কিনিতে দিলেন। তুখানি আগরার টিকিট লইয়া তাঁহারা উভয়ে আগরা গামী বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলেন। বাষ্পীয় শকট কিছুক্ষণ পরে আগরা অভিমুখে ছুটিল। পিতা পুত্রে আগরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। বাষ্পীয় শকট হইতে নামিয়া সতীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা এখানে কোথায় যাবেন? পিতা বলিলেন, আমাদের এখানে বাড়ী আছে বাবা। সতীনাথ আর কিছু বলিল না। পিতা পুত্রে উভয়েই নিজেদের বাটীর অভিমুখে গমন করিলেন। কিছুদূর আসিয়া রায় মহাশয় একটী বাটীর চাবি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, বাবা এই আমাদের বাটী। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; বাড়ীটী দেখিয়া তীনাথেরও পছন্দ হইল। সেই দিন হইতে উভয়ে সেই বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

সেই দিনই সতীনাথের তু'তিন জন বঙ্গীয় বন্ধু জুটিল। সতীনাথ তাহাদের মুখে শুনিল, আগরা স্কুলে একজন হেড্মাষ্টারের প্রয়োজন; তবে মাহিনা আপাততঃ একশত টাকা পরে যোগ্যতা অনুসারে পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। সতীনাথ বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন দোহাই ভগবান এ কাজটী যেন হাত ছাড়া না হয়। যিনি সেই স্কুলের সম্পাদক, নব পরিচিত বন্ধুগণের সহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, আপনাকে দেখেই আমার মনে হ'চ্ছে আপনি বেশ শিক্ষিত। তা যাই হোক কাল হ'তে আপনি স্কুলে আস্বেন। দেখ্বেন যেন অন্যথা না হয়।

সতীনাথ বলিলেন, আজ্ঞে না। আমার কার্য্য আমি করবো তাতে আর অন্যথা হবার কোনও কারণ নাই! আপনার দয়ায় আমি কৃতার্থ হ'লাম। আপনার দান আমি চিরদিন হৃদয়ে গেঁথে রাখ্ব।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, তা হ'লে আজ এখন যান, আপনার আসবার সমস্ত যোগাড় করুণ গে।

সতীনাথ বলিল, আপনার এখানে কটার সময় আস্তে হ'বে?

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত।

তবে আসি প্রণাম হই—আপনার দয়া অনন্ত। এই বলিয়া সতীনাথ ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিল। হে দয়াময় প্রভো! তোমার দয়া অনন্ত। এই জন্য সকলে তোমাকে দীনবন্ধু বলে ডাকে। হে অনাথনাথ। আমার প্রতি যে এত শীঘ্র এইরূপ অসম্ভব দয়া প্রকাশ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। হে দীনবন্ধো! তোমার দীনের প্রতিদয়া অনন্ত। সতীনাথ এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রায় মহাশয় পুত্রকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, বাবা সতি, তোমার কি অসুখ হ'য়েছে?

সতীনাথ বলিল, না বাবা আমার কিছুই অসুখ হয়নি, আমি ঈশ্বরের দয়ার কথা ভাবছি।

রায় মহাশয় বলিলেন, কি দয়া বাবা?

সতীনাথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল। তখন পিতা পুত্রে সমস্বরে ঈশ্বরের জয়গান করিতে লাগিলেন।

সতীনাথ তারপরদিন যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই তাহার পারদর্শিতায় চমৎকৃত হইল। সম্পাদক মহাশয় ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এক দিন সম্পাদক মহাশয় সতীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনার মত লোক পাইয়া আমি ধন্য হ'লাম।

সতীনাথ বলিল, আর আমিও বলি, আমি যদি আপনার মত হিতৈষীবন্ধু না পেতাম, তাহ'লে আজ আপনার এমন প্রশংসাবাণী আমার শ্রবণ করা দুর্ঘট হ'তো। সেই দিন হইতে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সতীনাথের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।

এদিকে রায়মহাশয় কিছুদিন পরে সেই হাজারটাকা মূলধনে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। বেশ দু'পয়সা লাভ হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় এক হাজার টাকা দুই হাজারে দাঁড়াইল। এই বার রায় মহাশয় মহাজনের নিকট কর্জ্জ করিয়া বিশ হাজার টাকার কাপড় ক্রয় করিলেন। এবার আশ্বিন মাসে বিলাত হইতে কাপড় আসা একেবারে বন্ধ হইল। যাদের দোকানে কাপড় ছিল তাহারা এক টাকার স্থলে চারি টাকায় বেচিতে লাগিল। রায় মহাশয়েরও বিশ হাজার টাকার কাপড় আশি হাজার টাকায় বিক্রয় হইল। রায় মহাশয় মহাজনের বিশ হাজার টাকা দেনা পরিশোধ করিয়া ষাট বাষট্টি হাজার টাকা পাইলেন। পুনরায় কাপড়ের ব্যবসা না করিয়া চাউলের ব্যবসা করিবেন স্থির করিলেন। সতীনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া মণকরা দুই টাকা হিসাবে ত্রিশহাজার মণ ধান্য কিনিলেন। সেবার অজন্মা হওয়াতে পাঁচ টাকা মণ ধান্য বিক্রয় হইতে লাগিল। সেই ত্রিশ হাজার মণ ধান্য বিক্রয় করিয়া বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ধনবান হইয়া উঠিলেন। সতীনাথ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া পিতার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।

৭

সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমি অনেকক্ষণ ইন্দুর কোন খোঁজ পাই নাই। এইবার একবার খোঁজ করিয়া দেখি। এখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর বৈশাখ মাসের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। আজ বড় গ্রীষ্ম বাহিরে

রৌদ্রের উত্তাপে দাঁড়ান কঠিন। এ হেন সময়ে দুইটী যুবতী নলকোঁড়ার জমিদার বাটীর অন্তঃপুরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল তাহার মধ্যে একজন বিবাহিতা, অপরা অনূঢ়া। প্রথমা যুবতী বলিল, ঠাকুরঝি!

দ্বিতীয়া যুবতী বলিল, কি বৌদি?

প্রথমা বলিল, আচ্ছা ভাই, দাদার ও বাবার ত কিছুই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে দাদাকে ভালবেসে কি প্রয়োজন?

দ্বিতীয়া আবেগের সহিত বলিল,—বৌদি কি প্রয়োজন! আচ্ছা বৌদি বল দেখি ওই যে নক্ষত্রসকল সন্ধ্যাসমাগমে উদিত হ'য়ে আবার প্রাতঃকালের সমাগমে কোন অজানা আকাশে বিলীন হ'য়ে যায়—তার কি প্রয়োজন বৌদি? পাঠক পাঠিকাগণ বুঝেছেন কি এ যুবতীদ্বয় কে? প্রথমা সরলা, দ্বিতীয়া ইন্দুমতি।

সরলা। সে প্রকৃতির নিয়ম ভাই—সে ঈশ্বরের খেলা তার ওপরত মানুষের হাত নাই।

ইন্দু। তাহ'লে ভালবাসার ওপরও মানুষের কোন হাত নেই কারণ এও ঈশ্বরের দত্ত।

সরলা। আচ্ছা বেশ! দাদাকে যদি না খুঁজে পাওয়া যায় তাহ'লে কি করবি?

ইন্দু। তুমি ওকথা বোলনা বৌদি? তাঁকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ'লে এই পুকুরেই ডুবে মরব।

সরলা। না ভাই তোকে কিছু বলব না। ইন্দু সরলার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা সেখানে বড় বধূ হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমাঙ্গিনীকে হঠাৎ দেখিয়া সরলা বলিল, দিদি যে আজ আমার অতি বড় সদয়া। আজ যে আপনিই এসেছ।

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর ভাবে বলিল, অত ন্যাকাম ক'ত্তে হবেনা। তোদের কি কথা হচ্ছিল বল্?

ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, বৌদির দুঃখের কথা আমায় বলছিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিল, বৌদির না তোর? তিন জনেই হাস্য করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হাস্য সংবরণ করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, ইন্দু। তুই সতীনাথকে ভালবাসিস্ কেন? সে ত তোকে ভালবাস্ত না, তা হ'লে কি সে তোকে ছেড়ে থাক্তে পার্ত? এতেই বোঝ্না বোন্ সে তোকে ভালবাসে না।

ইন্দু। তা জানিনে বৌদি! কেবল বল্তে পারি আমি তাকে ভালবাসি।

হেমা। আচ্ছা ভালবাস স্বীকার কল্লাম। কিন্তু বলতে পারিস্ বোন ভালবাসা কাকে বলে?

ইন্দু। আমার দিদি তা কিছু ঠাওর হয় না, কেবল তাঁর জন্য প্রাণ কাদে; এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আমি তাঁকে ভালবাসি।

হেমা। আচ্ছা ইন্দু। তুমি শিক্ষিতা, বল দেখি ভালবাসা কিরকম?

ইন্দু। ভালবাসার অন্ত নাই। তবে যাকিছু আমি জানি তা শোন বৌদি। ঈশ্বরের ও পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার নাম ভক্তি; স্বামীর প্রতি ভালবাসার নাম প্রেম, আর পুত্রাদির প্রতি ভালবাসার নাম বাৎসল্য, আর সমবয়স্কাদের প্রতি ভালবাসার নাম স্নেহ বা বন্ধুত্ব।

হেমা। আচ্ছা দিদি, স্বামী ত গুরুজন তবে অমন পৃথক্ ভাবে বলবার কোন দরকার ছিল না।

ইন্দু। যে পক্ষে স্বামী গুরুজন সে পক্ষে তাঁর প্রতিও ভালবাসার নাম ভক্তি হবে। আর যে পক্ষে,—এমন সময় বিন্দুমাধব সেই ঘরে

আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেল।

বিন্দুমাধব বলিলেন, ইন্দু আমরা কাল কাশী যাব।

ইন্দু বলিল, দাদা আমিও যাব বৌদিও যাবে ?

সরলা বলিল, আমিও যাব।

তারপর দিন হেমাঙ্গিনী ও চন্দ্রশেখর ব্যতীত সকলে কাশী যাত্রা করিলেন।

হাওড়া হইতে কাশী এক্স্প্রেসে উঠিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাশী ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে উপস্থিত হইলেন। বহুপাণ্ডার দল আসিয়া সব বংশ পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু হরিশচন্দ্র বলিলেন,—আমার এখানে বাটী আছে আমি সেখানে যাব আমার পাণ্ডার প্রয়োজন নাই। বহুকষ্টে তাঁহারা পাণ্ডারদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহিরে আসিয়া এক্কায় উঠিলেন।

এক্কা পক্ষিরাজের বংশোৎপন্ন ঘোটক সকলের দ্বারা চালিত হয়, যিনি কখন সুখবহ এক্কায় কখনও চড়েন নাই তিনি এক্কার সুখ জানেন না। এক্কায় চড়িলে অহিফেন সেবির ভাব টলিতে হয়। প্রস্তর নির্ম্মিত সেই বন্ধুর পথ দিয়া সেই যখন সুখময় যান কাশী অভিমুখে ধাবিত হয় তখন সেই যানের গতি অতীব মনোরম হয়। যিনি বঙ্গদেশে নাগর দোলা নামক পদার্থের সুখ অনুভব করিয়াছেন। যিনি ভবঘুরে পাউয়াও ঘোড়া নামক ঘুর পাক থাওয়া যন্ত্রে ঘুর পাক খাইয়াছেন, তিনি তবুও কিছু কিছু অনুমান করিতে পারেন।

যাহ'ক সেই সুখময় যান ঘণ্টা খানেক পরে গণেশ মহল্লায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশচন্দ্র, বিন্দুমাধব, গৃহিণী, সরলা, ইন্দু সকলেই একটী দ্বিতল বাটীর উপরে উঠিলেন। তাঁহারই দুজন কর্ম্মচারী আসিয়া প্রণাম

করিল। হরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত রান্না হ'য়েছে? কর্ম্মচারী উত্তর করিল আজ্ঞে হাঁ। তখন সকলেই কাপড় জামা ছাড়িয়া স্নানে বাহির হইলেন।

হরিশের গৃহিণী প্রভৃতি বরাবর দশাশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া পৌছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্নানাদি করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা যখন বাটী আসিয়া পৌছিলেন তখন বেলা দ্বিতীয়প্রহর। তৎপরে আহারাদি করিয়া সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

৮

কাশীর গণেশমহল্লার একটী দ্বিতল বাটীর কক্ষের ভিতর বসিয়া দুইটী যুবতী গল্প করিতেছে। প্রথমা বলিল,—কই এখানেওত দাদার কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না?

দ্বিতীয়া বলিল,—বৌদি! আমার আর জীবনের বেশীদিন নেই; এইবার আমার শেষ সময় এসেছে, এই শেষ সময়ে তাঁকে যদি একবার দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে বড় সুখেই মর্‌তে পাত্তাম।

প্রথমা বলিল,—পাবি বই কি বোন্‌ আমার মনে হচ্ছে আমরা শীঘ্রই দাদার দেখা পাব।

দ্বিতীয়া বলিল, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বৌদি! যেন দিন কতকের মধ্যে দেখা পাই।

পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিলেন কি? এ যুবতীদ্বয় কে কে? প্রথমা বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলা। দ্বিতীয়া বিন্দুমাধবের ভগিনী ইন্দুমতি।

সরলা বলিলেন, দেখ ইন্দু! ওই নির্ম্মল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, ওই নক্ষত্র সকলের ভিতরে চাঁদটী কেমন শোভা পাচ্ছে। ইন্দু মাথা

নিচু করিয়া রহিল তাহার কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

সরলা পুনরায় বলিলেন, দাদা যখন তোর সঙ্গে মিলিবেন, তখন তোরও ওই চাঁদটার মত শোভা হবে। আমরা সকলেই তোমার সেই মূর্ত্তি দেখে ধন্য হ'ব। আমাদের বাটীতে চির পূর্ণিমার উদয় হইবে।

ইন্দু বলিল, যাও তোমার সব কথায় ঠাট্টা—এমন সময় বাটীর ভিতর গোল উঠিল। উভয়ে উপর হইতে নামিয়া আসিল। নিচের নামিতেই দাসী বলিল, মাঠাকরুণ একজন সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেছেন। তিনি সব হাত দেখ্‌বেন।

উভয়ে ছুটিয়া সন্ন্যাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। "ইন্দু! তোমার কপালে খুব সুখ আছে।"

অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে ইন্দু নিজের নাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সে ভাব সামলাইয়া পরীক্ষার্থে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সন্ন্যাসী ঠাকুর আমরা ক ভাই বলত?

সন্ন্যাসী বলিলেন, আমায় পরীক্ষা কচ্চো? আচ্ছা আমি বল্‌চি, তোমার দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর কনিষ্ঠ বিন্দুমাধব কেমন হয়েছে?

ইন্দু কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা না হইয়া বলিল, আচ্ছা আমার বৌদির নাম কি বলুন দেখি? সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, তোমার বড় বৌদির নাম হেমাঙ্গিনী ছোট বৌদির নাম সরলা।

সকলেই ইন্দুকে বলিলেন, তোমার পরীক্ষা করবার প্রয়োজন নাই। উনি প্রকৃত সাধু ওঁকে বিরক্ত করিও না।

এমন সময় এক অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া গেল। সরলা সন্ন্যাসীর পায়ে

পড়িয়া বলিল, দাদা তোমার এ বেশ কেন? এ বেশেত তোমায় বেশ চেনা যায়।

সন্ন্যাসী বলিলেন, না আমি তোমার দাদা নই। এ কথা বলিতে সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর কি হইতে লাগিল তাহা ভগবানই জানেন।

সরলা কৃত্রিম রোধের সহিত বলিল, তুমি আমার দাদা নও ঠিক বল্‌ছ?

হরিশচন্দ্র তাঁহার সামনে কথা কহিতে দেখিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন, না বৌমা! সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার দাদা নয়!

সকলেই একবাক্যে বলিলেন, বৃথা সন্ন্যাসীর অপমান করো না, তাতে অমঙ্গল হবে।

সরলা বলিল, আপনারা দেখুন না সন্ন্যাসী ঠাকুরের কি করি। সকলের কথার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সরলা শুধু ইন্দুর মুখের পানে একবার তাকাইল। সে চাউনি ইন্দুকে বলিয়া দিল, "এ যদি দাদা হয়" ইন্দুর করুণ আঁখিদ্বয় বলিল, তাহ'লে ওঁকে সযত্নে হৃদয়ে ধর্‌বো। সরলা আর কাহারও দিকে চাহিল না। সজোরে সন্ন্যাসীর দাড়ী ধরিয়া টান দিল। কৃত্রিম দাড়ী খসিয়া পড়িল। সকলে দেখিল সন্ন্যাসীই সতীনাথ।

সতীনাথ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সতীনাথের চিবুক ধরিয়া বলিলেন বাবা! এই রকম ক'রে না বলে কয়ে যাওয়া উচিত হয় নি। আমরা বড়ই ভাবিত ছিলাম। বেয়াই মহাশয় ভাল আছেন ত?

সতীনাথ নতমুখে বলিল, আজ্ঞে আমাদের সকলই কুশল। আমি আজ

এই বেশে কাশী আস্‌ছিলাম। ট্রেণে আপনাদের দেখতে পেয়ে আপনাদের কুশল জানবার নিমিত্ত বরাবর এই স্থানে এসেছি। আমি কাশীতে অনেকবার এসেছি। তাই বিশেষ কষ্ট হয়নি।

হরিশ বলিলেন, তোমরা এখন থাক কোথায়?

সতীনাথ বলিল, আগ্রায়।

এমন সময় আর একটী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। ইন্দু সেই ঘরেই বসিয়াছিল। হঠাৎ সে বলিল, আমার মাথা কেমন ক'চ্ছে। সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। তার পরেই মূর্চ্ছিতা হইয়া সরলার ক্রোড়ের উপর পতিত হইল। সকলেই ছুটিয়া আসিয়া ইন্দুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সতীনাথ উঠিয়া বৈঠকখানায় গিয়া সেই অলোকসামান্য রূপ-রাশির কথা ভাবিতে লাগিল।

৯

আহা সৌন্দর্য্যময় জগৎ তোমার সৌন্দর্য্য অপরিসীম। সেইজন্য ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, জগৎটা সৌন্দর্য্যের (বিউটির)। আমাদের পুরাণ ইতিহাসেও একথা আছে। যে সৌন্দর্য্যে বিশ্বামিত্র ঋষি মেনকার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। যে সৌন্দর্য্যের জন্য দময়ন্তী-স্বয়ম্বরে তেত্রিশ কোটী দেবতা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে সৌন্দর্য্যের জন্য রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিলেন, যে সৌন্দর্য্যের জন্য দুষ্মন্ত রাজা বনমধ্যে শকুন্তলার সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন সে সৌন্দর্য্যের জন্য আজ সতীনাথও পাগল হইয়াছে।

সতীনাথ বৈঠকখানায় রূপের চিন্তায় ভরপুর হইয়া বসিয়া আছে এমন সময় বিন্দুমাধব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিন্দুমাধব দেখিল, সতীনাথ একমনে কি ভাবিতেছে। ধীরে ধীরে বিন্দুমাধব ডাকিল, সতীনাথ!

সতীনাথ অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি ভাই।

বিন্দু। তুই কি ভাবছিস্?

সতীনাথ। কই কিছুই নয়।

বিন্দু। তবে অমন ক'রে বোসে রয়েছিস্ যে?

সতীনাথ। যেমন ক'রে লোকে বোসে থাকে আমিও সে রকম ক'রে বসে আছি।

বিন্দু। তুই যেমন আমার কপাল ফিরিয়েছিল্ আমিও সেই রকম তোর কপাল ফিরিয়ে দেব। তুই যেমন আমায় সুখী ক'রেছিস্ আমিও সেই রকম তোকে সুখী কর্‌ব!

সতীনাথ। পার্‌বে না—আমায় সুখী করা অতি শক্ত কথা। আমার সুখ ভগবান লিখেন নাই। তুমি কি ক'রে দেবে ভাই!

বিন্দু। এতে যদি আমার সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ কর্‌তে হয় সেও স্বীকার তবুও আমি তোমায় সুখী কর্‌বই।

সতীনাথ। তবে চেষ্টা দেখ যদি পার।

বিন্দু। চল তোমাদের আগ্রার বাটীতে যাই।

সতীনাথ। সেত কুঁড়ে ঘর সেখানে কোথায় যাবে?

বিন্দু। আমার যাওয়া চাই, সে কুঁড়ে হোক আর রাজপ্রাসাদই হোক।

সতীনাথের আর কোন আপত্তি খাটিল না। পরদিন সকলেই আগ্রা যাত্রা করিলেন।

সতীনাথ কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই পিতাকে একখানি টেলিগ্রাফ

করিল। তাহা সতীনাথ ভিন্ন অন্য কেহ জানিল না। তৎপরে সতীনাথ সকলের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটিলেন। হরিশচন্দ্র বারণ করিলেন, সতীনাথ তাহা শুনিল না। বাষ্পীয় শকট কত নদনদী প্রান্তর সকল পার হইয়া আগ্রায় পৌছিল। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া সতীনাথকে প্রণাম করিল। কুলিগণ মোট লইয়া চলিল। সতীনাথ বাহির হইবা মাত্র কোচম্যান আসিয়া সেলাম করিল। এবং মোট গাড়ীতে তুলিয়া লইল। একখানি গাড়ীতে হরিশচন্দ্রের স্ত্রী, সরলা, ইন্দু ও বিন্দুমাধব আর এক খানিতে হরিশ ও সতীনাথ উঠিলেন। অশ্ববান চলিতে আরম্ভ করিল; হরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহাদের গাড়ী ?

সতী। আমাদেরই।

হরি। বাঃ—বেশ, এতদিনে বেশ রোজগার ক'রেছ। তোমরা এখানে এসে কি কাজ কর্ত্তে ?

সতী। আমি এখানকার স্কুলে হেড মাষ্টারি ক'র্ত্তে লাগলাম, বাবা কারবার ক'র্ত্তে লাগলেন, পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে আমরা প্রায় দুই লক্ষ টাকার মালিক হ'লাম। আমি স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাবার কার্য্যের এখন সাহায্য করি।

হরি। দোহাই ঈশ্বর, তুমি আমার মুখ রেখেছ। সতীনাথ! আর দেরী কত, আর যে দেরী সয় না। সতীনাথ অদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখাইল। সত্যসত্যই আর হরিশচন্দ্রের বিলম্ব সহিল না থামিবার পূর্ব্বেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া ছুটিয়া বাটীর ভিতর পৌছিলেন। বৃদ্ধ হরিসাধন রায় বাটী হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। হরিশ তাহাকে ধরিয়া কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। দু'জনের চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত —কাহারও মুখে কথা নাই। এমন সময় দুখানি গাড়ী আসিয়া তথায়

দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হরিসাধন দেখিলেন, সরলা প্রভৃতি গাড়ী হইতে নামিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া সরলার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তারপর নমস্কারের পালা—কান্নার পালা। সেই দিন রায় মহাশয়ের বাটীতে ত্রিস্রোতা মন্দাকিনী বহিল! তৎপরে যথাসময়ে স্নান ভোজনাদি হইয়া গেল সকলে স্ব স্ব বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। অপরাহ্নকাল, সূর্য্যদেব তাপ ও কিরণ প্রদান করিয়া যেন কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া আবাস অভিমুখে গমন করিতেছেন। কর্ম্মচারিগণ বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। পক্ষিকুল স্ব স্ব আবাসে ফিরিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সতীনাথ নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে। লেখকের গভীর ভাবে এরূপ বিভোর রহিয়াছে যে তাহার বাহ্য জগতের কোনও বস্তুর প্রতি লক্ষ্যই নাই। বইখানি বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষ' যথায় নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছেন। এদিকে কুন্দ পুষ্করণীতে ঝাঁপদিবার জন্য আসিতেছে। অনুকূল দৈব বশতঃ নগেন্দ্রও বৈঠকখানা হইতে সেই দিকে আসিতেছেন। তারপর সাক্ষাৎ হইয়া পরস্পরের মনের কথা নগেন্দ্রর কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা সতীনাথের ক্রমশই ঔৎসুক্য বাড়িতেছে। যেন এক মূহূর্ত্তে বইখানি শেষ করেন। এমন সময়ে সরলা আসিয়া ডাকিল—"দাদা?' সতীনাথ সে ডাক শুনিতে পাইলেন না। সরলা পুনবায় ডাকিল—"দাদা?' সতীনাথ উত্তর দিল—"কি—কেন দিদি!'

স। তুমি কি পড়ছ দাদা!

সতী। একখানি বই।

স। একখানি ভিন্ন যে দুইখানি নয় এটাবেশ দেখতে পাচ্ছি!

আচ্ছা সে কথা যাক্ চল আজ তাজ মহল দেখিয়ে আনবে চল।

সতী। আচ্ছা, আমি সহিসকে বলে দিচ্ছি সে তোমাদের তাজমহল দেখিয়ে আনুক।

স। না তোমার যেতে হবে।

সতী। কেন বিন্দু যাক না ?

স। সে যাবে না।

সতী। আচ্ছা আমি বিন্দুকে বলে দিচ্ছি।

স। না তোমারই যেতে হবে।

সতী। কত লোক যাবে ?

সরলা সহাস্যে বলিল—লোকের মধ্যে তুমি, ইন্দু, ও আমি।

সতীনাথ বলিল—আমি যদি বিন্দুকে নিয়ে যাই।

সরলা বলিল, তা যেয়ো। সরলা চলিয়া গেল। সতীনাথ তথা হইতে উঠিয়া সহিসকে গাড়ী যুতিবার আদেশ দিয়া বিন্দুমাধবের নিকট আসিল, বিন্দুমাধব সতীনাথকে দেখিয়া বলিল—আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বিনা আহ্বানেই আজ সতীনাথ আমার এখানে উপস্থিত।

সতীনাথ বলিল, আরে থাম যথেষ্ট গৌর চন্দ্রিকা হ'য়েছে এখন বল্‌ছি তাজমহল দেখ্‌বি চল্।

বিন্দু। আজ্ঞে আমার শরীর অসুখ আজ মোটেই যাইতে পারব না।

সতীনাথ বলিল, দূর গাড়ী যুততে বলে দিয়েছি। অগত্যা বিন্দুমাধব যাইতে স্বীকৃত হইল। কিছুক্ষণ পরে সরলা, বিন্দুমাধব, সতীনাথ ইন্দুমতি অশ্বযানে করিয়া তাজমহলের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইল।

১০

নৃপেন্দ্রের খবর অনেকক্ষণ লওয়া হয় নাই, আসুন পাঠক একবার

নৃপেনের খবর লই। নৃপেন্দ্রের বাটীতে ঈশানী নামে একটী কিশোরী থাকিত। তাহার কারণ পাঠকের জানা বোধ হয় প্রয়োজন হইতে পারে। হাবড়া জেলার রামপুর গ্রামে ঘনরাম ন্যায়রত্ন নামে একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। নামের মতন পণ্ডিত তিনি না হ'লেও তবুও গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। ঘনরামের ঐ একটী মাত্র কন্যা ভিন্ন সংসারের বন্ধন কিছুই ছিল না, গৃহিণী বহু পূর্ব্বে স্বর্গের দ্বারে গিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই সংসারের একমাত্র বন্ধন গৃহিণীর বিরহে মরুময় সংসারে তিনি কন্যাকে লইয়া যাওবা শান্তি পাইতেন তাও তাঁহাব চিরকাল রহিল না। ঈশাণী অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র পণ্ডিত বিশারদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গৌরীদানের ইচ্ছা বলবতী হইল। বহুকষ্টে হাজার টাকা পণে একটী পাত্র যোগাড় করিলেন, কিন্তু টাকা পাইবেন কোথায়? গরিব ব্রাহ্মণ হাজার টাকার নামই শুনিয়াছেন কখনও দেখেন নাই। যাহা হোক্ বহুকষ্টে সাত শত টাকা জোগাড় হইল। কিন্তু আর তিন শত টাকা পাওয়া যায় কোথায়। আজ বিবাহ হইবে তবু প্রায় তিন শত টাকার অভাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই অর্থরূপ পারাবারে কিছুতেই কূল পাইলেন না। রাত্রি হইল বর আসিল তখনও তিনশত টাকার অভাব, ন্যায়রত্ন মহাশয় বরকর্ত্তার পায় ধরিয়া বহু কাঁদা কাটা করিলেন। কিন্তু বরকর্ত্তা বলিলেন হাজার টাকার এক পয়সা কমে তিনি ছেলের বিবাহ দিবেন না।

বব ফিরিয়া গেল, নায়রত্ন মহাশয় স্থানুর মত দাবার উপর বসিয়া রহিলেন। তৎপরদিনেই তাঁহার ভয়ানক বেগে জ্বর আসিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিজনের মধ্যে ছিল ছাত্র সুরেন্দ্র আর কন্যা ঈশাণী। সুরেন্দ্র অতি যত্ন সহকারে গুরুর সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু

হইল না, তিনদিনের দিন পুণ্যাত্মা ন্যায়রত্ন মহাশয় স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্র তাহার প্রাণপাখী হইতে বিচ্ছিন্ন নশ্বর দেহটী রূপনারায়ণ নদীর তীরে সৎকার করিয়া আসিল। বালিকা ঈশাণী সুরেন্দ্রকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র তখন একটা অনন্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে ভাসিতে ছিল। বহুক্ষণ কর্ত্তব্যরূপ সমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে তৃণ দেখিলে যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির আশার সঞ্চার হয় তেমনি তাহাতে আশার সঞ্চাব হইল, নৃপেন তাহার পিস্তুতো ভ্রাতা। তাই একদিন নৃপেনের মাকে বলিয়া ঠিক করিয়া ঈশানীকে তথায় রাখিয়া আসিল। নৃপেন যখন তিন বছর পরে শিবপুর কলেজ হইতে বাড়ীতে আসিল, তখন সে অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপ ঈশানীকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল! ঈশানীকে জীবন সঙ্গিনী করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। নিজে মুখে কিছু না বলিলেও পরের দ্বারা সেটা জানাইতে লাগিল। জগন্মোহিনী একমাত্র পুত্রের কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে ঈশানীর সহিত নৃপেন্দ্রের বিবাহ দিলেন।

১১

ভীষণ অরণ্য মাঝে জন মানবের সাড়া শব্দ নাই মাঝে মাঝে বন্য হিংস্র জন্তুদের গভীর স্বরে বনভূমি কম্পিত হইতেছে খদ্যোত সকল বড় বড় বৃক্ষের ধারে জ্বলিয়া যেন কি এক নব ভাবের লহরী তুলিতেছে ভাষাহীন ভাবহীন ক্ষুদ্র লেখক আমি কেমন করিয়া সেই কবিজন-বাঞ্ছিত অপূর্ব্ব ভাবমালা পাঠকের গলায় পরাইয়া দিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" সেই অল্প বিদ্যার প্রভাবে আমি আর স্থির থাকিতে

পারিলাম না। তবে কিছু লিখি, "হাঁ গা পাঠক মশাই! আমার কি কবি হইতে সাধ যায় না? না, তাও কি হইতে পারে আমিও ত মানুষ, আমারও ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, মান, অভিমান সবইত জ্ঞান আছে, তবে আমার কি কবিদের উপর ঈর্ষ্যা করা উচিত নয়? তা উচিত বই কি? কেন উচিত নয়। আমিও ত লেখক। যতটুকু পারি পাঠকের করকমলে তুলিয়া দিই না কেন? বেশ,—তাই হউক আমার আশা আমার ভরসা আমার ছেলেমি দেখিয়া পাঠক ক্রোধ করিবেন কি? না, আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের উচ্চ আশা দেখিয়া হাস্য করিবেন। তা করুন আমার কিন্তু লিখিতেই হইবে। পাঠক তবে লিখি? হাঁ তবে লিখি—বড় বড় বৃক্ষ সকল উন্নত মস্তকে জগতের আদর্শ স্বরূপ অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে জগৎকে শিক্ষা দিতেছে, আমার মত অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাক, আর খদ্যোত সকল সেই মহান্ বৃক্ষ সকলের কাছে আসিয়া আরাধনা করিতেছে হে মহান্. তুমি আমাদের তোমার মত উচ্চ হইতে শিক্ষা দাও।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহরা, এমন সময়ে দুই ব্যক্তি অরণ্য মধ্যস্থিত পথ ধরিয়া চলিতেছে। দুই জনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে একব্যক্তি বলিল,— "দিগম্বর, তাহ'লে সেটা হাতছাড়া হ'লো দেখ্‌ছি।"।

দিগম্বর। আমার হাত থেকে পালাবে কোথায়? আবার দিন কতক পরে খুঁজে বার কোর্ব্বোই রাঘবদা।

রাঘব। আরে এখন ত পালাল, তারপর ধরা না ধরা পরের কথা।

দিগম্বর। রাঘব দা সত্য বল্‌তে কি আমার অনুমান আমাদের দলের কেউ সাহায্য না ক'র্‌লে কখনই সে মাগী পালাতে পারত না; নিশ্চয়ই আমাদের কেউ তাকে সাহায্য ক'রেছে!

বাঘব। আমারও সেই অনুমান দিগম্বর! নিশ্চয়ই আমাদের কেহ তাহাকে সাহায্য ক'রেছে।

নিশাচরদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে এক পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিগম্বর বলিল,—রাঘবদা বোধ হয় আমাদের কেউ পেছু নিয়েছে।

রাঘব। আচ্ছা আয় আমরা দুজনে দুপথ দিয়ে যাই। তা'হলে কেউ টের পাবে না। তখন উভয়ে দুই পথ দিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া একটী প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিগম্বর বলিল,—রাঘবদা হ'রেকে আর মেধোকে পাঠিয়ে দাও। তারা ব্যাটাদের সাবাড় ক'রে আসুক।

এই বলিয়া সেই নিশাচরদ্বয় একরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ করিল।

অবিলম্বে দুইজন যমদূতাকৃতি লোক সেই প্রকোষ্ঠে আগমন করিল।

দিগম্বর। দেখ হরি, আজ দুজন লোক আমাদের পেছু নিয়েছিল, বোধ হয় এখনও তারা ফিরেনি, সম্ভবতঃ এই বনেই কোথায় লুকিয়ে আছে। তাদের সাবাড় ক'র্ত্তে হবে; যেমন ক'রে হ'ক তাদের সাবাড় করা চাই-ই। যাও দেরী কো'রনা!

যে আজ্ঞে সর্দ্দার বলিয়া হরি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাঘব। আর দেখ হরি তাদের একেবারে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবে, যেন কোন রকমে না পালাতে পারে। পালালে আমাদের সমূহ বিপদ। যাবার সময় দুটো রিভলবার নিয়ো তাদের কাছেও তাহা থাকা সম্ভব।

হরি। যে আজ্ঞা সর্দ্দার।

এই বলিয়া সেই যমদূতাকৃতি লোক দুটী সেই প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল।

দিগম্বর বলিল,—“রাঘবদা! তুমি একদিন তোমার পরিচয় দেবে বলেছিলে। আজ বলনা শুনি, আমার আজ বড় ইচ্ছা যে তোমার পরিচয় শুনি, বলনা দাদা।

রাঘব। আমার পরিচয় বড় দুঃখমাখা সে শুনে তোমারও কষ্ট হবে ভাই।

দিগম্বর। রাঘবদা! যার একসঙ্গে দশটা খুন ক’র্ত্তে কষ্ট হয় না। যার মার কোল থেকে প্রাণাধিক পুত্র কেড়েনিয়ে হত্যা ক’র্ত্তে কষ্ট হয় না যার সামান্য অর্থের জন্য পতির কাছ থেকে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে বেইজ্জত ক’র্ত্তে কষ্ট হয় না। এমন কি যদি তার পতি বাধা দিতে আসে তা’হলে সেই পতিপ্রাণা সতীর সম্মুখে অনায়াসে তার পতিতে বধ ক’র্ত্তেও কুন্ঠিত হয় না; তাকে এ কষ্টের ভয় দেখিও না দাদা!

রাঘব। আচ্ছা বল্‌ছি শোন। আমার যখন বয়স আট বৎসর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। এতদিন আমি বেশ সুখে কাটাইয়াছিলাম। বাবার মৃত্যুর পর আমার ঘাড়ে সমস্ত সংসারের ভার পড়ল। আর তার চেয়ে বেশী পড়িল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারানাথ আর ভগ্নী অপর্ণার উপর। ক্রমে ক্রমে আমি যোড়শ উত্তীর্ণ হয়ে সপ্তদশে পদার্পণ করলাম। যৌবনে অভিভাবক না থাকায় নিজে আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না। আমার চরিত্র অসৎ সঙ্গে পড়িয়া হারালাম। একদিন আমি মত্ত অবস্থায় আমার লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতাকে খুব প্রহার করলাম। আমার ভগিনী অপর্ণা আমায় বাধা দিতে এলে আমি তার উপর অবলীলাক্রমে-রোষ হস্ত নিক্ষেপ করলাম। অপর্ণা উচ্চৈঃস্বরে আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। তখন আমার প্রাণের ভগিনী অপর্ণা আমার কাছে কত কাকুতি মিনতি করলে। কত কাঁদলে কিন্তু আমি কিছুই

শুনলাম না, শেষে আমাকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করিল। আমি মত্ত অবস্থায় তাহাকে পদাঘাত করিলাম সে তাহাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এমন সময় আমার ভগিনীপতি এসে প্রচণ্ডবেগে আমাকে ঘুসি মারল। আমিও তাতে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর কি হল বলতে পারি. না। সকালে যখন উঠলাম তখন আমার পূর্ব্ব রাত্রের কীর্ত্তিকলাপ একে একে মনে হতে লাগল। আমি তারানাথকে কত খুজলাম কিন্তু আর তাহার সন্ধান পেলাম না।

এই বলিয়া রাঘব কিছুক্ষণ চুপ করিল।

দিগম্বর বলিল,—আপনার যদি কষ্ট হয় তবে আর ব'লতে হবে না।

রাঘব। যখন এতদূর ব'লেছি আর সামান্য কথার জন্য কষ্ট কি। তারপর আমি মনের জ্বালায় এধার ওধার বেড়াতে লাগলাম। এমন সময় দেখলাম আমার বাটী পুলিসে ঘিরে ফেলেছে। আমি একজন দাসীর মুখে শুনলাম যে আমি খুনী, আমি ভগিনীকে খুন করেছি। আর আমার ঋণের জন্য হরিসাধন রায়ের কাছে সমস্ত জমিদারী নিলাম হয়ে গিয়াছে। তখন আমার হরিসাধন রায়ের উপর রাগ হল কিন্তু তখন রাগ করবার সময় নয়, পুলিসের হাতে পড়লে আমার ফাঁসি নিশ্চিত। আমি তাড়াতাড়ি বাটীর গুপ্তপথ দিয়া বাহির হয়ে পড়লাম। পুলিশ আমায় খুঁজিয়া পাইল না। তারপরদিন শুনলাম বসিরহাটের মুখুয্যেদের অতবড় জমিদারী বিক্রয় হয়ে গিয়াছে। তখন আমি পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। তারপর তুমি সব জান।

দিগম্বর। আচ্ছা আগে আপনার কি নাম ছিল?

রাঘব। আগে আমার নাম ছিল পরেশনাথ। দিগম্বর মৌনভাবে

শুনিতে লাগিল, এমন সময় রাঘব জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পরিচয় আমায় দাও।

দিগম্বর রাঘবের পা জড়াইয়া বলিল, দাদা . আমি তোমার হতভাগা ছোট ভাই তারানাথ। সেখানে যদি তখন বজ্রাঘাত হইত তাহা হইলে রাঘব এত আশ্চর্য্যান্বিত হইত না। ক্ষণকাল উভয়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কিছুকাল পরে রাঘব বলিল, তুমি আমায় মাপ কর ভাই তোমার কাছে কত অপরাধ কোরেছি।

দিগম্বর। দাদা বরং তুমি আমায় মাপ কর, আমি তোমার কাছে শত অপরাধে অপরাধী। তখন উভয়ে কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাঘব বলিল তোমার কাহিনীটা শুনি।

দিগম্বর। আমার আত্ম কাহিনী আরও ভয়ঙ্কর। আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমার মন অভিমানে পরিপূর্ণ। আমি ভাবিতে লাগিলাম,— আমি যে দাদাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি তিনি আমার প্রতি এমন ব্যবহার করেন কেন। আর অপর্ণা স্বর্ণপ্রতিমার উপর দাদা এত অত্যাচার করেন কেন? না এ পৃথিবীতে কারুকে আপনার ব'লে জ্ঞান ক'র্ত্তে নাই আর যখন আপনার দেহই আপনার নয় তবে আর ভেবে মরি কেন? আমার একমাত্র উপায় এই উত্তাল তরঙ্গমালা সমন্বিত নদী আমি এতে ডুবিয়াই মরিব। আমি এই ভাবিয়া নদীতে ঝাঁপ দিলাম। তারপর কিছু জানি না; যখন আমার জ্ঞান হইল তখন আমি দেখিলাম একখানি সুসজ্জিত বজরায় রহিয়াছি, আর এক রমণী আমার শুশ্রূষা করিতেছেন তাঁহার সেই জগজ্জননীর ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলাম মা! আমি এখন কোথায়?

রমণী বলিলেন,—"ভাল যায়গায় আছ বাবা! তোমার কোনও ভয় নাই।"

তখন আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। সেই মাতৃরূপিনী রমণী বলিলেন, "বাবা তোমার শরীর অসুখ তুমি শোও।"

আমি বলিলাম,—মা আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছি।

তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যথাযথ উত্তর দিলাম।

দিনকতক পরে তাঁদের বজরা এই ব'নের ধারে আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরা হঠাৎ বনমধ্যে বহুসংখ্যক আলোক জ্বালিয়া উঠিল। নৌকার মাঝি বলিল, মাগি ডাকুহায়। রমণী বলিলেন, রামতহল! দুজন দাড় ধরুক। আর একজন হালে থাক। আর সব দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হও, তৎপরে রমণী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি বন্দুক ধ'র্ত্তে জান বালক?

আমি বলিলাম, আজ্ঞে! কিছু কিছু জানি। রমণী পোর্টম্যান খুলিয়া আমায় দুইটা রিভালবার দিলেন ও তিনি ২টা নিজের কাছে রাখিলেন। এমন সময় দুইখানি ছিপ বজরার কাছে আসিয়া লাগিল। আমি উপর্য্যুপরি গুলি চালাইতে লাগিলাম। আর মাঝিরা লাঠি চালাইতে লাগিল। ডাকাতরা হারিল না বটে কিন্তু ডাকাত সর্দ্দার বলিল—"যদি তোমরা ঐ ছেলেটিকে দাও তবে আমরা তোমাদের কিছু করিব না" আমি ভিতরে গিয়া সেই মাতৃ-স্বরূপা রমণীকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি অনেক কাঁদিলেন। অবশেষে আমার যাওয়াই ঠিক হইল। আমি সেই রমণীকে প্রণাম করিয়া ডাকাতদের সঙ্গে চলিলাম, যাইবার সময় রমণী বলিয়া দিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়া তোমায় ছাড়িলাম। যদি কখনও

দেখা করিতে ইচ্ছা হয় ত কলিকাতায় গিয়া আমার খোঁজ নিও। আমি তথা হইতে বিদায় লইয়া ডাকাতদের সঙ্গে আসিয়া জুটিলাম। তাহারা আমায় লইয়া এইখানে আসিল, সেই অবধি আমি এখানে আছি।

রাঘব বলিলেন,—খুব দুঃখময় তোমার জীবনের ঘটনা ত। তখন সে রাত্রের মত সভা ভঙ্গ হইল। উভয়ে নিজ নিজ শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

১২

"ঈশান! এদিকে আয় ত মা।"

এই বলিয়া জগন্মোহিনী উদ্যানের একটী বেদীর উপর বসিলেন। সম্মুখেই ঈশানী ফুল তুলিতেছিল সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

জগন্মোহিনী বলিলেন,—মা ঈশান্ একটা গান গাও।

ঈশান বলিল, আজ কাল আমার গান গাইতে বড় কষ্ট বোধ হয়।

জগন্মোহিনী বলিলেন,—না তোর একটী শ্যামাবিষয়িক গান গাইতেই হবে।

অগত্যা ঈশানী গাহিল ;—

কানন খুঁজিয়ে রাঙা জবা ফুল
এনেছি যতনে তুলিয়ে।
বারেক এস মাগো রাঙ্গা পা দুখানি
সাজাইয়া মানস ভরিয়ে॥
হীরক স্ফটিক রজত কাঞ্চনে
কোথা পাব দিব শ্রীচরণে।

ওমা বনফুল সার নাহি কিছু আর
লও মা করুণা করিয়ে॥
বিপদেরি ত্রাসে সদা হাহুতাশ
পদে পদে মাগো আশাতে নৈরাশ।
(ওমা) মনেরি বেদনা কেহ ত জানে না
লও মা করুণা করিয়ে॥

ঈশানী গাহিল স্বর পঞ্চমে চড়াইল কিন্তু অন্য দিনের মত আজ তাহার গান শ্রুতি মধুর হইল না।

জগন্মোহিনী ঈশানীর মস্তক ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। তারপর ঈশানীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা ঈশান তোর গলা এত ভার কেন মা! ঈশানী চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল মা চলে গেলেই বাঁচি। জগন্মোহিনীর ঈশানীর মুখের উপর দৃষ্টি পড়িল। পাকা গৃহিণী জগন্মোহিনী বুঝিলেন নিশ্চয়ই কোনও একটা গূঢ় রহস্য আছে। তাই সে আজকাল ভাল করিয়া খায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমার অসুখ হ'য়েছে। জগন্মোহিনী সকলই বুঝিলেন তবুও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য বলিলেন,—"বল মা তোর কি হ'য়েছে।"

* * * * *

জগন্মোহিনী পৌত্রমুখ দর্শন আশায় আন্তরিক উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ের স্নেহ প্রস্রবণ এককালে উছলিত সিন্ধুর তরঙ্গের ন্যায় তালে তালে নাচিয়া উঠিল। একমাত্র আদরের ধন, স্নেহের নীলমণি, আঁধার ঘরের প্রদীপ, শিবরাত্রের সলিতা নৃপেন্দ্রের পুত্র হইবে, জগন্মোহিনী কি আর ঠিক থাকিতে পারেন, গভীর স্নেহে তিনি ঈশানীকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দ-বাষ্পাকুল চক্ষে তাহার গোলাপ গণ্ডে চুম্বন করিলেন। সে চুম্বনে কতটা

স্নেহ কতটা ভালবাসা কতটা আশীষ যে ঈশানীর মাথার উপর বর্ষিত হইল তাহা উভয়েই যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন সে কথা বলিতে পারি না। তবে যে সে আশীষ ঈশানীকে এই নির্ম্মল আনন্দের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সে কথা ঈশানী ইহ জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

* * * *

একদিন ঈশানী একাকী ছাদে বসিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছে। তাহার জীবনে কত ঝঞ্ঝা, কত ঝড় যে তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার অন্ত সে ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে তলাইয়া পাইতেছে না। তাহার পিতার মৃত্যু—অসহায়া নিরাশ্রয়া তাহাকে লইয়া তাহার পিতার ছাত্র সুরেন্দ্রের সহিত এখানে আগমন অতীত জীবনের ঘটনা একে একে তাহার হৃদয় মন্দিরে উঁকি মারিয়া আবার পর পর বিনাশ হইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় নৃপেন্দ্র পশ্চাৎ হইতে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার সেই সুসদৃশ আঁখি দুটী চাপিয়া ধরিল। ঈশানী বলিল, ছাড়।

নৃপেন্দ্র বলিল,—কে বল দেখি ?

ঈশানীর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। নৃপেন্দ্র হাত ছাড়িয়া তাহার উপর একটী চুম্বন দিলেন।

১৩

পাঠক মহাশয় জানেন হ'রে মেধো উভয়ে অনুসরণকারীর খোঁজে গিয়াছিল। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া দিগম্বর বড় চিন্তিত হইল। প্রথমে দিগম্বর রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিল,—হ'রে মেধো এত দেরী ক'র্‌ছে কেন ?

রাঘব। এখন তারা আসে নি ?

দিগম্বর। না, তাদের কোনও বিপদ হয়নি ত!

রাঘব। তা বলা যায় না বিপদ হোতে কতক্ষণ।

দিগম্বর। আচ্ছা লোক পাঠান যাক্।

রাঘবও সে যুক্তিতে অনুমোদন করিল। তখন দিগম্বর ডাকিল, কেষ্টা!

ভিতর হইতে উত্তর হইল, "যাই সর্দ্দার।"

দিগম্বর বলিল, শিগ্‌গির আয়!

তৎক্ষণাৎ একজন বলিষ্ঠ লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিগম্বর। হ'রে মেধো অনেকক্ষণ গেছে এখন এলোনা কেন দেখে আয় ত। দরকার হয় আর দুচারজন নিতে পারিস্।

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা সর্দ্দার।

এই বলিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন দুই ভ্রাতায় উঠিয়া "৺কালী মাতার মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

পাঠক মহাশয়দিগের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে হ'রে আর মেধো দুজনে সেই অনুসরণকারীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ছিল।

হ'রে মেধো প্রথমতঃ সর্দ্দারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বেশ করিয়া পাগড়ী বাঁধিল, তারপর কিছু কারণবারি পান করিয়া এক একটা খেটে লইয়া দুজনে বাটী হইতে বাহির হইল। কিছুক্ষণ ভগ্ন অট্টালিকার চারি পার্শ্ব খুঁজিল। কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। তারপর সমস্ত ঝোপ খুঁজিল তবুও কিছু পাইল না। তারপর হতাশ হইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিল, এমন সময় পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া দুই জনেই দাঁড়াইল, আর কিছুই নাই নিস্তব্ধ জঙ্গলমাঝে আর কোনও সাড়া শব্দ নাই।

আবার তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল কিন্তু আবার সেই শব্দ। শব্দ যেন তাদের সম্মুখে পশ্চাতে চারিধাবে শুনিতে লাগিল। মেধো বলিল,—"হরিদা আমাদের অনেক লোক পেছু নিয়েছে।. এখন কি করা উচিত।

হরি। চল আমরা এই গাছটায় উঠি, বেটারা কি করে দেখা যাক। তখন দুজনে একটা গাছের উপর উঠিয়া বসিল।

অনতিবিলম্বে চারজন শান্তি-রক্ষকের সহিত একটী ভদ্রলোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"আবি হাম দোনো আদ্‌মীকো বাত শুনা। ডাকু ভাগানেই জঙ্গলমে হায়।" শান্তি-রক্ষকের মধ্যে যে প্রধান সে বলিল,—"বাবু ঐ ডাকু নেহি; দোঠো কুত্তা বাত লাগায়া।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"তোদের গুষ্টির মুণ্ডু লাগায়া। কুত্তা বাত্ বল্‌নে সেকতা?"

দ্বিতীয় শান্তিরক্ষক বিজ্ঞের মত বলিল,—"হাঁ বাবু হামরা মুলুকমে এসামাপিক কুত্তা হায়, বাত বল্‌নে সেকৃতা হায়।"

ভদ্রালোকটী বলিলেন,—"তো শালার মাতা হায় হামরা সাথ তামাসা ঠাট্টা করতা হায়, দেও আবি হামকো আগো দেদোও।"

একজন ক্ষিপ্র হস্তে আঁধারে জ্বালিয়া দিল। সেই গুপ্ত পুলিশের কর্ম্মচারী আলোক লইয়া চারিধার খুঁজিতে লাগিলেন। হ'রে আর মেধো সেই অবসরে নামিয়া একটী ঝোপের মধ্যে লুকাইল। যখন সেই পুলিশ কর্ম্মচারী সকল কিছু দূরে গিয়া পড়িল, তখ হ'রে মেধোকে বলিল,—"চালা গুলি!" সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজ, আর কোনও সাড়া শব্দ নাই, তখন হ'রে মেধো ভাবিল, দুই গুলিতেই সাবাড়। তখন

উভয়ে মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিল। সময়ে সময়ে মুনিদিগেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়, হ'রে মেধো তো কোন ছার! তাহারা ভাবিয়াছিল নিশ্চয়ই লোক দুটী মরিয়াছে। এই কল্পনায় তাহারা নির্ভাবনায় সেই দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ দুইজন লোক তাহাদের আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে তাহারা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যখন সে ভাবটা কাটিল তখন সেই আক্রমণকারী ব্যক্তিদ্বয় বেশ কায়দা করিয়া লইয়াছে। এমন সময় আরও দুই জন কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। তখন হ'রে মেধো দায়ে পড়িয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। আক্রমণকারিদ্বয় তাহাদের হাত বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল। আমি যতক্ষণ ধরিয়া লিখিতেছি কিন্তু কাজটা তার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে হইয়া গেল। তখন সকলে নীরবে বন ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া গ্রামে আসিয়া পৌছিল। গুপ্ত পুলিসের কর্ম্মচারী সেই দিন কোন গৃহস্তের বাটীতে শয়ন করিলেন পরদিন প্রাতে আসামী লইয়া থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল, তারা পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

১৪

ঈশানীর একটী সুকুমার শিশু হইয়াছে তাহার ছেলের নাম তিনু। তিনু এখন জগন্মোহিনীর ধ্যান, তিনু তাঁহার জ্ঞান। তাঁহার অন্ধের যষ্টি, শিবরাত্রির সলিতা, তিনু এখন তাঁর কুঁড়ে ঘরের মাণিক। যখন সেই সর্ব্বজন-নয়নানন্দ-দায়ক দুই বৎসরের শিশু তিনু 'মা! মা!" করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, তখন জগন্মোহিনীর সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম দূরে চলিয়া যায়। তিনুকে ক্রোড়ে লইয়া বারংবার চুম্বন করেন। আর গল্পের সেই পুরাতন—

"ধন ধন ধন অমূল্য রতন।
এ ধন যার ঘরে নেই
তার বৃথাই জীবন।"

গদটী বলিয়া বার বার নাচান আর চুম্বন করেন।

আজ অপরাহ্নে শ্বাশুড়ী বৌয়ে দালানে বসিয়া আছেন। আর জাগ্রত ঠাকুর তিনু একটী বিজ্ঞাপনের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কখন সেই নিরীহ বিড়ালটির লেজ ধরিয়া টানিতেছে। কখন বা লেজে কামড় দিতেছে। আর কখন বা রঙ্গ হামা দিয়া ঠাকুর মার কাছে আসিতেছে।

এমন সময় নৃপেন্দ্র সেই প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনু হামাদিয়া আসিয়া ঠাকুরমার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল. তারপর সেই চম্পক বিনিন্দিত অঙ্গুলি নৃপেন্দ্রের দিকে হেলাইয়া বলিল,—"মা মা যা যা।

জগন্মোহিনী বলিলেন,—"দাও কিছু খাবে?"

বালক তিনু বলিল,—"না।"

জগন্মোহিনী বলিলেন,—"দাও বাবার কাছে যাবে?"

দুষ্ট তিনু বলিল,—"বাবা মাল্‌বে।" নৃপেন্দ্র বলিলেন,—"আমি বাঘ যে তোকে মারব।"

দুষ্ট তিনু বলিল,—"আমি তোমাল কাছে থাক্‌ব না। তুমি যে দুষ্টু।"

নৃপেন্দ্র বলিলেন,—"তবে রে পাজি"

বালক তিনু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জগন্মোহিনী বলিলেন,—তোরা এই কোরে ছেলে মানুষ ক'র্ব্বি? আমি না বেচে থাক্‌লে তোরা এই রকম কোরেই আমার তিনুকে মেরে ফেলতিস্। এই বলিয়া রাগতঃ ভাবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

নৃপেন্দ্র ঈশানীকে বলিল'—"দেখ্‌ছ মার আদরে তিনুটা একেবারে ব'য়ে গেল। মা তিনুকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আর আমিও ঈশান্ তোমায় বড় ভালবাসি।"

ঈশানী বলিল,—"আচ্ছা তুমি আমায় ভালবাস বল্‌ছ আমি যা বল্‌ব তা তুমি ক'র্ব্বে?"

নৃপেন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলে,—"তুমি যদি বল তাহ'লে আমি মরিতেও পশ্চাৎ পদ নয়। বল ঈশান! তোমার প্রার্থনা আমি প্রাণ দিয়ে পালন ক'র্ব্বো।"

ঈশানী বলিল, "ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল কখন প্রবঞ্চনা ক'র্ব্বে না।"

নৃপেন্দ্র আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—"কখনও নয়।"

ঈশানী বলিল, "তোমার তিনুর মাতায় হাত দিয়ে বল কখন প্রবঞ্চনা ক'র্ব্বে না।"

নৃপেন্দ্র আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, কখনও না, কখনও না।'

ঈশানী বলিল,—"বল তুমি আর কখন মদ ছোঁবে না।"

নৃপেন্দ্র এক মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

নৃপেন্দ্রকে চিন্তিত দেখিয়া ঈশানী বলিল,—কি ভাব্‌চ? বল কখনও প্রবঞ্চনা ক'র্ব্বে না?"

নৃপেন্দ্র বলিলেন,—"কখনও নয়।"

ঈশানী বলিল, তোমার মদ ছাড়িতে হইবে।" নৃপেন্দ্র বলিলেন, "ঈশান! তোমার মতের বিরুদ্ধে কখনও কাজ করি নাই। যে দিন হইতে তোমায় পাইয়াছি, সেদিন হইতে তোমারই কাছে নিজ প্রাণদান করিয়াছি। সেই দিন হইতে তোমারই কথা ধ্যান তোমারই অপ্রতিহত

ভালবাসা হৃদয়-তন্ত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আর তোমার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না।"

ঈশানী বলিল,—ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুণ। তুমি জগতের আদর্শ হও এই আমার ইচ্ছা।"

এমন সময়ে জাগ্রত ঠাকুর তিনু ঠাকুরমার ক্রোড়ে উঠিয়া "হ্যাট্" "হ্যাট" করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃপেন্দ্র তিনুকে ক্রোড়ে লইয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

১৫

আজ প্রাতে উঠিয়া বারাশত থানার একটী প্রকষ্ঠে বসিয়া যোগেন্দ্র-নাথ বসু সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। সংবাদ পত্রে এতই নিবিষ্ট-চিত্ত যে বাহ্য জগতের কোনও বস্তুর প্রতি তাঁহার লক্ষ্যই নাই। এমন সময় ভৃত্য "রহিম আলি" আসিয়া বলিল,—"বাবু বড় সাহেব আয়া।" যোগেন বাবুর কিছুতেই লক্ষ্য নাই। ভৃত্য পুনরায় বলিল,—বাবু বড় সাহেব আয়া। যোগেন বাবু এইবার শুনিতে পাইয়া বলিলেন, সাহেব কো লে আও! ভৃত্য চলিয়া গেল। যোগেনবাবু সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিটকাল পরে রহিম আলি সাহেবকে সেই প্রকোষ্ঠে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সাহেব বলিলেন, "বাবু ডাকাত ধরা চাই তা না হ'লে চাকুরি থাকে না।"

যো। "ডাকাত ধরতে গেলে প্রায় শতাবধি সোল্জার প্রয়োজন হইবে?"

সা। "সে জন্য কোনও ভাব নাই, আমি যখন ইচ্ছা সোল্জার যোগাড় করিতে পারিব।"

যো। "তবে আজই সন্ধ্যার সময় দরকার।"

সা। "আচ্ছা তা হ'লে আমি বেলা চারটার সময় পাঠাইয়া দিব।"

এই বলিয়া সাহেব তথা হইতে বিদায় লইলেন।

যোগেনবাবু উঠিয়া বাসায় আসিলেন। ঠাকুর যথাসময়ে অন্ন আনিয়া দিল। যোগেনবাবু আজ অতি দ্রুত অন্ন সকলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া সাজ সজ্জা করিলেন তার পর আয়নায় মুখ দেখিয়া গোঁফ দাঁড়ির ভিতর হইতে বারেক হাসিয়া লইলেন। তারপর বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

১৬

এখন বেলা দ্বিপ্রহর, মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড কিরণে মানবদের দগ্ধ করিতেছেন। আর কোথাও কৃষক সকল অবিশ্রান্ত লাঙ্গল দিতেছে, কৃষক পত্নীগণ গৃহকর্ম্ম করিতেছে, বালক সকল নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী মাঠ বহিয়া পুলিশ সাহেবের কুঠিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। সন্ন্যাসী আমাদের পরিচিত। যোগেশবাবুর বাটী ধলচিতা গ্রামে, আর বড় সাহেবের কুঠি বশিরহাট্ ; মধ্যে তিনচার মাইল পথ মাত্র ব্যবধান, তাই পদব্রজেই গমন করিতেছেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে যোগেন বাবু বড় সাহেবের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দ্বারে বড় সাহেবের ভৃত্য বাধাদিল, কারণ সাহেব বড় ব্যস্ত এখন সন্ন্যাসীর যাবার হুকুম নাই, যোগেন বাবু একখানি কার্ড দেখাইলেন। ভৃত্য সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। যোগেন বাবু বড় সাহেবের ঘরে আসিয়া পৌছিলেন, বড় সাহেব সন্ন্যাসী দেখিয়া বলিলেন,—"কি চাই?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"চাই পঞ্চাশ জন মিলিটারী সোলজার।"

সাহেব বলিলেন,—"কেও যোগেন বাবু, আমি মোটেই চিন্‌তে পারিনি, চলুন সোল্‌জার সব প্রস্তুত হ'য়ে আছে।"

তখন উভয়ে সাহেবের কুঠী হইতে বহির্গত হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা—বাসন্তীবর্ণ আকাশ মণ্ডল কি এক অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া কবিদিগের প্রাণে ভাবের তুফান তুলিয়া জগতের সমক্ষে নিজের সারত্ব প্রকাশ করিতেছে। আর গগন-মণ্ডলে বৃহৎ একখানি থালার ন্যায় চন্দ্রদেব মানবদের বুঝাইয়া দিতেছেন,—

বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে।

দেখ আমি এত উচ্চ যে তোমরা আমার পূজা করিয়া থাক। আমি সারা মাস ছোট হইয়া একদিন বড় হই, আমার এমন দিন আসে যে আমার প্রকৃতির সহিত লীন হইয়া যাইতে হয়।

এমন সময় বনপথ দিয়া প্রায় ষাট্‌জন লোক অতিদ্রুত চলিয়াছে; তাহার মধ্যে পঞ্চাশজন সশস্ত্র আর সব সন্ন্যাসী, কিছুদূর আসিয়া একজন বলিলেন, "তোমরা সব লুকিয়ে থাক সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিবামাত্র তোমরা এই বাটীটা ঘেরিয়া ফেলিবে।"

সকলেই কথামত কাজ করিল। তখন সেই বক্তা সন্ন্যাসী ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারের নিকট আসিয়া ডাকিলেন,—"কে আছ দোর খোল আমি অতিথি" কেহই দ্বার খুলিল না। সন্ন্যাসী পুনরায় ডাকিলেন তবুও কেহ দ্বার খুলিল না।

সন্ন্যাসী বাটীর চারিধার ঘুরিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অবশেষে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন একঘরে, প্রায় পঞ্চাশ জন লোক বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে,

তখন সন্ন্যাসী একটী বংশীতে ফুৎকার দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সৈনিক আসিয়া উপস্থিত হইল, পরামর্শকারীরা প্রাণপণ যুঝিয়া ধরাদিল।

আজ বিচারের দিন। আদালতে আর লোক ধরে না, সকলেই মহাপ্রতাপান্বিত দস্যুপতিকে দেখিবার জন্য উৎসুক। কিছুক্ষণ পরে হাতে হাতকড়া বাঁধা ষোড়শ সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক দস্যুপতিকে দশজন প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া তথায় উপস্থিত করান হইল। সকলেই সেই রাজপুত্র-সদৃশ দস্যুপতিকে দেখিয়া অবাক্, এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত অবাক্। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচার সেদিন অধিক অগ্রসর হইল না। মাত্র দুচারজনের এজাহার লইয়া আদালত বন্ধ হইয়া গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামী সর্দ্দারকে নিজবাসায় লইয়া গেলেন।

১৭

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা, আজ আকাশটা কিছু ভাল বোধ হইতেছে। কারণ আজ স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বজন-নয়নানন্দ চন্দ্রদেব গগনে উদিত হইয়া ধরণীস্থিত কুমুদিনীর মুখ চুম্বনে সমর্থ হইতেছেন। আবার মাঝে মাঝে শুভ্র মেঘমালার অন্তরালে লুকাইতেছেন। কুমুদিনীর সহিত প্রেমালাপ পাপ-মানবের সম্মুখে করিতে অনিচ্ছুক, তাই মাঝে মাঝে যেন মানব সকলের চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার জন্য মেঘের অন্তরালে লুকাই-তেছেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বিরহ ব্যথা অসহ্য হইতেছে। সেই নিমিত্ত আবার মেঘান্তরাল হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় কলিকাতা কলেজ

ষ্ট্রীটের ভিতর একটি ত্রিতল বাটীর ছাদের উপর বসিয়া আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দস্যুপতি ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বসিয়া গল্প করিতেছেন। বিচার-পতির নাম পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই পাইয়াছেন। তবুও আবার একবার বলি তাঁহার নাম অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদূরে তাঁহার মাতা বসিয়া আছেন।

অমরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বাড়ী কোথায়?

দ, পতি। বসির হাট।

অমরেন্দ্র। তোমার পিতামাতা জীবিত?

দ, পতি। আজ্ঞা না।

অমরেন্দ্র। তোমার কেহই নাই?

দ, পতি। আজ্ঞা, আমার দাদা আছেন।

অমরেন্দ্র। তিনি কোথায়? তিনি তোমার কোনও খোঁজ নেন না? দস্যুপতি কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিল, বোধ হয় ভাবিল এঁকে বিশ্বাস করা যায় কি না? পরে বলিল,—তিনি আমার দলে কাজ করিতেন, বেগতিক দেখে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছি।"

অম। কোথায় সরিয়েছ?

দ, পতি। এখন কোথায় আছেন বলিতে পারি না! তবে আজ তাঁর আমার সঙ্গে এখানে দেখা কর্ব্বার কথা ছিল।

অম। তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে আজ তুমি এখনে থাক্‌বে?

দ, পতি। আমার ধারণা ছিল লোকে আমায় দস্যুপতি ব'লে বিশ্বাস ক'র্ব্বে না। নিশ্চয়ই কেহ আমাকে আপনার বাটীতে রাখিয়া দিবে। উকিল মোক্তার সকলের মধ্যে কেহই রাখিতে সাহস করিবে

না। সাহস করিবেন—এক বিচারপতি—সেই ধারণায় আমি দাদাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমার খুব সম্ভব আজ তিনি এখানে আসিবেন।

অম। টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে আছে ?

দ, পতি। আছে।

অম। কত টাকা ?

দ, পতি। সাত লক্ষ।

অম। অত টাকা কি ক'রে আন্‌বেন ?

দ, পতি। টাকা একটীও নেই কেবল নোট।

অমরেন্দ্রে ববু কিছুকাল মৌন ভাবে রহিলেন। তারপর সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ?

দ, পতি। দিগম্বর।

অমরেন্দ্র আবার ভাবিতে লাগিলেন। কি যেন তাঁহার মিলিতেছেনা! গভীর ভাবনা সমুদ্রে পড়িয়া তিনি হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন.—তোমার নাম কি পূর্ব্বেও দিগম্বর ছিল ?

দ, পতি। না।

অম। কি ছিল ?

দ, পতি। তারানাথ মুখোপাধ্যায়।

অমরেন্দ্র। তুমি কখন কোনও রমণীকে নিজে ডাকাতের করে আত্মসমর্পণ করিয়া রক্ষা করিয়া ছিলে।

দ, পতি। বরং সেই মাতৃস্বরূপা রমণীই আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যদি না আমায় গঙ্গা গর্ভ হইতে উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে আমি আজ আপনার কাছে বসিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইতাম না।

অমরেন্দ্র। যদি সেই রমণীকে দেখাই তাহা হইলে চিনিতে পার?

দ, পতি। যে মাতৃমূর্ত্তির স্মরণ না করিয়া আমি প্রাতে জলস্পর্শ করি না। সে মাতৃমূর্ত্তি দেখিলে চিনিতে পারিব না ইহা অসম্ভব!

অমরেন্দ্র। আচ্ছা এঁকে চিন্‌তে পার?

দস্যুপতি এতক্ষণ সে দিকে চাহে নাই। সেই দিকে চাহিবামাত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া এক বিধবা প্রৌঢ়ার পাদুটী মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল—মা, আমি তোমার কাছে এসেছি।

প্রৌঢ়া বলিলেন,—কে বাবা তারানাথ, তোকে যে আমার জীবনে কখন দেখিব বলিয়া আশা ছিল না। এই বলিয়া বৃদ্ধা, তারানাথকে অতি শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল,—অমর বাবু বাটী আছেন?

অমরেন্দ্র দ্রুত নীচে আসিলেন। একটী অপরিচিত লোক জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়! অমর বাবু বাটী আছেন?

অমরেন্দ্র বলিলেন;—আমার নামই অমর, অমরকে যা বলিতে আসিয়াছেন আমায় বলুন তাতে কোনও ক্ষতি হইবে না।

আগন্তুক। এখানে দিগম্বর নামে কোনও লোক আছে?

অমরেন্দ্র। আপনি কি তাঁর বড় ভাই?

আগন্তুক। আজ্ঞে হাঁ আমিই সেই তাহার নরাধম ভ্রাতা।

অমরেন্দ্র। আসুন আমার সঙ্গে।

এ বলিয়া অমরেন্দ্র বাবু অগ্রে অগ্রে চলিলেন। আর আগন্তুক পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পরে অমরেন্দ্র বাবু আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া ত্রিতলের ছাদে আসিয়া পৌছিলেন।

তারানাথ আসিয়া প্রণাম করিল। সেই দিন অমরেন্দ্রের আরওদুই ভ্রাতা জুটিল তিনজনে মিলিয়া মাতৃস্নেহ রসে পরিপ্লুত হইলেন।

১৮

এদিকে সতীনাথ সকলের সহিত শাজাহানের ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাজবিবির সমাধি ক্ষেত্র দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে আসিয়া শাবকদিগকে আহার দিতেছে, আগ্‌রা সহরের সমস্ত আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—চন্দ্রদেব আগ্‌রা সহরের প্রান্তে উঁকি মারিতেছেন। ফিরিয়া আসিয়া সতীনাথ ভোজনাদি সমাপনান্তে নিজ প্রকোষ্ঠে আসিয়া খট্টার উপর শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে সতীনাথ অনেক সুখ-স্বপ্ন দেখিলেন। সে রাত্রে তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে হরিশচন্দ্র রায়মহাশয়কে বলিলেন,—বেহাই মহাশয়! আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? মেয়েও বড় হ'য়েছে। এই মাসেই বিয়েটা দিয়ে দিন।

রায় মহাশয় বলিলেন,—সেত হ'লেই হয়। তার জন্য আর ভাবনা কি।

যাহ'ক বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। চন্দ্রশেখর ও হেমাঙ্গিনী পত্র পাইয়াই আগ্‌রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে ইন্দুবালার সহিত সতীনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

শরৎকাল। জ্যোৎস্না-স্নাত ধরণীর আজ অত্যন্ত শোভা হইয়াছে। ইন্দু আজ সন্ধ্যাবেলা আগ্‌রার বাটীর ছাদের উপর বসিয়া সেই বিবাহের আগেকার স্মৃতিটী লইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছে, একে একে পূর্ব্ব-স্মৃতি ইন্দুর হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। ইন্দুর মনে হইল একদিন এমনই

সময়ে সে নল্‌কোঁড়া বাটীর ছাদে বসিয়া বালিকা সুলভ চপলতার বশে বলিয়া ফেলিয়াছিল "সতীনাথকে যদি পাই তবে আবার আনন্দ ক'র্ব্বো।" আজও ত সেই পূর্ণিমা, কই সেদিন ত ইন্দুর এ শুভ্র জ্যোৎস্না ভাল লাগে নাই। আজ এত ভাল লাগে কেন। আজি কি কিরণে কোনও অমিয় মাখান আছে। তা না হ'লে আজ এত ভাল লাগে কেন। ও— আজ যে ইন্দু তাহার প্রাণের আশা হৃদয়ের উপর আকাঙ্ক্ষা সতীনাথের চরণে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই আজ তাহার চাঁদের কিরণ— এত ভাল লাগিতেছে। ইন্দু অনেকক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল তার পর কি যেন এক চপলতার বশে গাহিল,—

ডাকিছ কেন গাছেতে কোকিল কার কথা ম'নে ভাবিয়া।
বিরহ শয়নে কে কোথা শুয়েছে তার হৃদে আন তুলিয়া॥
গিয়াছেন তিনি ভুলিয়া তোমায়
মধুমাখা স্বর তব শুষমায়।
সেথা পেয়ে হেন তিনি গভীর প্রণয়—
তোর কথা গেছে ভুলিয়া॥
বারেক হৃদয় মাঝারে তোমায়—
কই? দেখা দিলেনাক আর।
এখন ভুলিয়া গিয়াছে হে তোমা
নূতন প্রণয় পাইয়া॥

সেই সুমধুর ভাবপূর্ণ, সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সতীনাথ ধীরে ধীরে ইন্দুর পশ্চাতে আসিয়া বসিলেন। ইন্দু তখন সঙ্গীতে এতই তন্ময় চিত্ত যে সতীনাথের আগমনবার্ত্তা কিছুই জানিতে পারিল না। সঙ্গীত শেষ হইল। সতীনাথ এখনও শুনিতে লাগিলেন,—ডাকিছ কেন গাছেতে কোকিল

কার কথা ম'নে ভাবিয়া। সতীনাথ আবেগময় প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—ইন্দু! ইন্দু চমকিতা হইয়া বলিল,—কেন?

সতীনাথ বলিলেন,—এত বিরহের গান গাইছ কেন? আমি তোমার কাছ হ'তে ত একদিনও কোথায় নড়ি না?

ইন্দু লজ্জিতা হইয়া বলিল,—চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম তাই একটা গান গাইলাম। দেখলাম ম'নে আছে কি না।

সতীনাথ বলিলেন,—ইন্দু আজ আমায় একটী কথা বল্‌তেই হবে?

ইন্দু বলিল,—কি বল?

সতীনাথ বলিলেন,—ইন্দু! তুমি আমায় ভালবাস? ইন্দু সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আজ ওকথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন?

সতীনাথ বলিলেন,—আজ বড় ইচ্ছা হচ্ছে যে তোমার মুখে শুনি তুমি আমায় ভালবাস কি না?

ইন্দু বহুকষ্টে বলিল,—আমি তোমায় চিরকালই ভালবাসি।

সতীনাথ বলিলেন,—আবার বল ইন্দু তুমি আমায় ভালবাস?

ইন্দু বলিল,—হাঁ আমি তোমায় ভালবাসি।

সতীনাথ বলিলেন,—ইন্দু, আজ আমার সুখ আজ আমার শান্তি, চল রাত্ হয়েছে শুইগে যাই।

উভয়ে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে আসিয়া শয়ন করিলেন। শায়িত অবস্থায় সতীনাথ শুনিলেন,—

ডাকিছ কেন গাছেতে কোকিল কার কার কথা মনে ভাবিয়া।

রাত্রে স্বপনে শুনিতে পাইলেন,—

ডাকিছ কেন গাছেতে কোকিল কার কথা ম'নে ভাবিয়া।

১৯

ডাকাতি মামলার "কেসে" অমরেন্দ্র বাবু বিষ্ণুকে ডাকাত সর্দ্দার বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তারানাথ ওরফে দিগম্বর দস্যুগৃহে আবদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণ হইল। অমর বাবু এই মর্ম্মে রায় দিলেন। আমার অনুমান যে যাহাকে দস্যু সর্দ্দার বলিয়া ধরা হইয়াছে সে নিতান্ত বালক তাহার দ্বারা দস্যুপতির কার্য্য হওয়া অসম্ভব। আপনারা বলিতে পারেন যে দশ বৎসরের নাবালক শিশু রাজ্য পরিচালনা করিতে পারে। আর এই সপ্তদশ বর্ষীয় যুবা দস্যুদল পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না? আমার মত যে, দশ বৎসরের শিশু যে রাজ্য পরিচালনা করে তাহাতে তাহাকে নিজে অস্ত্র ধরিতে হয় না। আপনারা বলিতে পারেন যে ভারতের বাদল দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পিতা ভীমসিংহকে যবনের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তবে এই যুবা একটী দস্যুদল পরিচালনা করিতে কেন পারে না। আমি বলি যে সে এক আর এ এক। সে বিক্রমশালী ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্ন ক্ষত্রিয়ের কথা, আর এ নীচাশয় ঘৃণিত দস্যুর কথা। তাঁরা যশের জন্য যমের ভয়ও রাখিতেন না। আর এরা যমের ভয় করে না বটে কিন্তু পুলিসের ভয় করে। উপরন্তু উহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সর্দ্দার না হইলে মনের মিল হয় না। কাজে কাজেই দিগম্বরের মত ঐ অল্প বয়স্ক যুবা দ্বারা দস্যুদল পরি-চালিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস বিষ্ণু নামে যাহাকে ধরা হইয়াছে সেই দলপতি। তাহার সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হউক। আর অন্যান্য সকলের তিন বৎসর কারাদণ্ড হউক।

রায় পাঠ করা হইলে জুরিগণও সে মতে মত প্রদান করিলেন।

বিষ্ণুর সশ্রম সাত বৎসর কারাবাস ধার্য্য হইল ও অন্যান্য সকলের তিন বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কারাধ্যক্ষ সকলকে জেলে লইয়া গেল।

* * * * *

সুমধুর চন্দ্র কিরণ ধরণীর গায় ছড়াইয়া পড়িয়া অন্ধকারবিশিষ্ট ধরণীকে আজ আনন্দ সাগরে ডুবাইতেছে। কলিকাতা সহরে গ্যাসের আলোক সকল চন্দ্রকিরণে কিছু ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় কলেজ ষ্ট্রীটের মধ্যে একটী ত্রিতল বাটীর ছাদে বসিয়া অমর, তাঁহার মাতা, অমরের স্ত্রী অপর্ণা, অমরের কন্যা বিমলা ও তারানাথ বসিয়া আছেন। অমরের মাতা বলিলেন,—বাবা অমর! বিমলা ত বড় হয়েছে, ওর একটা বিয়ের জোগাড় দেখ। আর ত আইবড় রাখা ভাল দেখায় না।

অমর। আমার ইচ্ছা যে একটা উকিলের ছেলের সঙ্গে বিমলার বিয়ে দিই।

অ, মা,। তা কি তুমি ঠিক করে রেখেছ?

অমর। যোগেশ উকিলের ছেলেটী এম, এ, পড়ছে দেখ্‌তেও নিহাত মন্দ নয়, আমি প্রায় একরকম ঠিক ক'রে রেখেছি।

অ, মা,। তাতে কি মেয়ে সুখী হবে?

বিমলা তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

অমর। কেন হবে না? অমন ছেলেতে যদি সুখী না হয় ত সে মেয়ের ভাগ্য।

অ, মা,। আমি যতদুর বুঝিয়াছি—সে বিবাহ কেবল বিড়ম্বনা হবে মাত্র। আমার একটী কথা শুনবে?

তারানাথ বিমলার বিবাহের কথা হইতেছে শুনিয়া তথা হইতে উঠিয়া ছাদের এক প্রান্তে বসিয়া রহিল। যেন তাহার সে কথা ভাল লাগিল না।

অমর। তোমার অমতে মা আমি কখনও কোনও কাজ করি না, বল আমায় কি বল্‌বে।

অ, মা,। তোমার উপর জোর আছে ব'লে তাই বলি ; অপর কেউ হ'লে কি বল্‌তাম। বল্‌ছি বাটীতে ছেলে থাকতে আবার অপর জায়গায় খোঁজবার দরকার কি ?

অমর। কে তারানাথ ? বলিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিলেন।

অপর্ণা। বেশ ত, তারানাথ ত বেশ ছেলে, তার সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি কি ?

অমর। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। আমার বোধ হয় ডাকাতের হাতে মেয়ে দিলে বড় কষ্ট পাবে।

অপর্ণা। তা হ'ক তারানাথের সঙ্গে বিমলার বিয়ে দেব।

অ, মা,। আমারও তাই ইচ্ছা, আর ওরা গরীব নয় সে দিন ত পরেশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে অত বড় একটী বাটী কিন্‌লে। হ্যাঁ অমর, পরেশের বউ ভাল আছে ত ? সে আমার ছোট বোনের মেয়ে।

অমর। সে ভাল আছে, আচ্ছা বিয়ের দিন দেখাইগে।

অমর উঠিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণাদেবীও উঠিয়া গেলেন।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই বিমলা আসিয়া ঠাকুরমার ক্রোড়ের কাছে বসিল। অমরেন্দ্রের মাতা নাত্‌নিকে দেখিয়া বলিলেন,—কিরে বিমলা, তোর ডাকাত বর মনে ধর্‌বে ত ?

বিমলা বলিল,—যাও আমি আর তোমার কাছে আস্‌ব না।

ঠাকুরমাতা হাসিয়া বলিলেন,—পরে দেখা যাবে।

যাহা হউক শুভদিনে শুভলগ্নে বিমলাদেবীর সহিত তারানাথের শুভ-বিবাহ হইয়া গেল। পরেশ হাওড়া পোলের নিকটে বাটী কিনিয়াছিল।

তখন উভয়ে সেই বাটীতে রহিলেন। পরেশের স্ত্রী তারানাথের স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে। এমন কি দুজনে দিনের বেলায় এক দণ্ডও ছাড়াছাড়ি হয় না। বিবাহের বৎসরেক পরে একদিন বিমলা রাত্রে তারানাথকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ডাকাত?

তারানাথ বলিলেন,—হ্যাঁ ছিলাম বটে তবে এখন নয়। পরেশ মণির সংসর্গে লোহাও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিমলা বলিল,—তবে তুমি ত বড় কঠিন?

তারানাথ বলিলেন,—পুষ্পের উপর কখন বজ্র পড়িতে দেখিয়াছ?

পরদিন ঠাকুরমাতা জিজ্ঞাসা করিলে বিমলা সমস্ত বলিল। অমরেন্দ্রের মাতা অমরেন্দ্রকে বলিলেন,—দেখ মেয়ে সুখী হ'য়েছে কি না।

অমরেন্দ্র বলিলেন,—হ্যাঁ মা, আমি মহাভুল ক'রেছিলাম। এখন যোগেশ উকিলের ছেলে একজন পুরো মাতাল।

২০

মধ্যাহ্নকাল, চারিদিকে সূর্য্য কিরণ ঝল্‌মল্ করিতেছে। আগরার রাস্তা ঘাট উত্তপ্ত হইতেছে। মাঝে মাঝে পথের ধূলা উড়িয়া দোকানী-দিগকে জ্বালাতন করিতেছে। মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানী পানওয়ালী বসিয়া পান বিক্রয় করিতেছে, আর মাঝে মাঝে সেই পটোল চেরা চোখ দুইটী ক্রেতাবাবুদের দিকে ফিরাইয়া বিদ্যুৎ খেলাইয়া দিতেছে। ক্রেতাবাবুরা সেই চোখের দিকে চাহিয়া ভুলক্রমে এক পয়সার যায়গায় দুই পয়সা দিয়া ফেলিতেছেন। সে তাহাই পাইয়া আর একবার বঙ্কিম চক্ষে চাহিয়া লইয়া হাসিতেছে। ক্রেতা বাবু পানওয়ালী সম্বন্ধে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতেছেন।

এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসিনী অতি দ্রুতপদে আগরার পথ দিয়া

চলিতেছেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক রঞ্জিত কাপড়। দক্ষিণ হস্তে একটী কমণ্ডলু! বাম হস্তে একখানি চিম্‌টা। সন্ন্যাসিনী দ্রুতপদে বহুক্ষণ চলিয়া একটী বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তারপর পথের দুইধার চাহিয়া লইয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকাটী আমাদের পরিচিত। ইহাই সতীনাথের বাটী।

আমি পাঠক পাঠিকা মহোদয়গণের নিকট অট্টালিকার বিষয় বর্ণনা করিব না। আজ অপরাহ্নে হেমাঙ্গিনী, সরলা ও ইন্দুমতী এই তিনজনে বসিয়া গল্প করিতেছেন। সরলা বলিলেন,—"দিদি তুমি মোটেই আমাদের খোঁজ নিতে না? এই মাস দুয়ের মধ্যে আমাদের সব ভুলে গিছ্‌লে? দিদি তুমি ত আমায় বড় ভালবাস্‌তে, আমায় এত শীঘ্র ভুল্‌লে কি ক'রে?"

"বউদি! তুমি বাটীতে ভাল ছিলে ত?"

পাঠক জানেন হেমাঙ্গিনী বড় রসিকা।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—অসুখের মধ্যে ছিল—কেবল কবে সতীনাথ ইন্দুর শুভমিলন হবে, কবে তারা মাণিক যোড়টী হ'য়ে আলমারীতে উঠে বস্‌বে, এই ভাবনায় আমাকে কাহিল ক'রেছিল। যখন তোর বিয়ে হবে শুন্‌লাম তখন আস্‌বার সময় যমুনা জলে সমস্ত ভাবনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি।

ইন্দু। মরণ আরকি।

হেমাঙ্গিনী কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—কোথায় তোকে এত বড় একটী কথা বল্‌লাম। আমি ভেবেছিলাম দুদশ হাজার দিবি, না একেবারে হাজারে ব্যাজার ধরিয়ে দিলি না। তার উপর কিনা আমায় গালাগালি। আচ্ছা আমি সতীনাথকে বল্‌ছি তুই তাকে ভালবাসিস্ না।"

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন।

সরলা বলিলেন,—"ও দিদি কর'কি কর'কি !" আর দিদি ! কে কার কথা শোনে, দিদি তখন লঙ্কা পার হইয়া গিয়াছেন। সরলা বলিলেন,—"চল ইন্দু মজা দেখে আসি।" ইন্দু কিছুতেই সম্মতা হইল না।

সরলা ভ্রাতার প্রকোষ্ঠের বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হেমাঙ্গিনী বরাবর সতীনাথের প্রকোষ্ঠে গমন করিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"কি পড়া হ'চ্চে ?"

সতীনাথ হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—"কি বউদি ! আজ যে হঠাৎ অধমের কুটীরে শুভাগমন হ'লো ? আসুন আসুন বসুন।"

হেমাঙ্গিনী। আর বসবকি তোমার ভাগ্যটা ভাবছি। তোমার কপাল যে এর মধ্যে ফুরুবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। হাঁা, কি না শেষে গাল।"

সতীনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"কি বউ দি ! কাকে গাল কে দিলে ?

হেমা। "বল্‌লে কি দেবে ?"

সতীনাথ। গরীবের আপনাকে দেয় এরূপ সম্পত্তি নাই। আছে কেবল পোড়া রূপটা আর যৌবনটা।"

হেমা। "রূপ যৌবন যা আছে সে ত আর তোমার নয় সে আমাদের ইন্দুর।"

সতীনাথ। সে কি আর তার বউদিকে এক দিন দিতে পারবে না ?

হেমা। "যার জিনিষ সে নিজে না রেখে কখনই পরকে দেয় না সেই তোমায় ভেড়া বানিয়ে দেবে। আমি চাই আজ রাত্রে ইন্দুর গাল দেওয়ার প্রতিশোধ নিও। আর আমাদের পেট ভ'রে খাইয়ে দিও।"

সরলা বাহির হইতে আসিয়া বলিলেন,—"আমরাও যেন ফাঁক যাই না। আমাদের অর্থে তুমি একা হ'বে না।"

এমন সময় লক্ষ্মীয়ার মা আসিয়া বলিল,—ঠাকৃরুণ মা বউ দিদি বাবু তোমাদের ডাকছেন।

সরলা বলিল, কেন লক্ষ্মীয়ার মা?

বৃদ্ধা লক্ষ্মীয়ার মা বলিল,—এক জন ঠাকৃরুণ এসেছেন, তাই বউদিদি বাবু ডাকছেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—ওহে খোট্টা রাজ! এইত এত দিন খোট্টা দেশে কাটালে, বলত কি এসেছে?

সতীনাথ সহাস্যে বলিলেন,—"বউদির ঘটে ছটাক খানেকও বিদ্যে নেয়। একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে।" আর সতীনাথের বলিতে হইল না। হেমাঙ্গিনী ও সরলা বলিতে গেলে প্রায় এক লম্ফেই তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সতীনাথ আবার খাতা পত্রে মনোযোগ দিলেন। হেমাঙ্গিনী সন্ন্যাসিনীর সহিত নানা প্রকার কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। হঠাৎ রায় মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় একটী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল, রায় মহাশয় আসিবামাত্র সন্ন্যাসিনী মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দুর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। রায় মহাশয় তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর দিকে বারেক চাহিয়া "জগদম্বা" বলিয়া তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সতীনাথ ও বিন্দু উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। হরিশ-ঘরণী নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছিলেন। তিনিও এই গোলমাল শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন। সকলে প্রাণপণে দুইজনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়েরি মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"সতী কোথায়? সরলা কোথায় তাদের একবার ডাক না।"

সরলা। "মা! আমি যে তোমার কাছেই রয়েছি।" বলিয়া প্রণাম করিল।

জগদম্বা দেবী বলিলেন,—"মা জন্মায়তী হও" এর চেয়ে বাড়া আশীর্ব্বাদ জানি না। মা! যার কোলে শুয়ে র'য়েছি এ কে?

সরলা বলিল,—"এ দাদার বৌ।"

জগদম্বাদেবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইন্দুর মুখচুম্বন করিলেন। তৎপরে নিজে নিজেই বলিলেন—"বাঃ,—বেশ বউ। সতীর উপযুক্ত বউ।"

ইন্দু উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসিনীরূপা শ্বশ্রূ জগদম্বা দেবী বলিলেন,—"জন্মায়তী হও। তোমার ছেলেপিলে হ'য়েছে বউমা?"

সরলা বলিল,—"না মা! সবে মাস পাঁচেক বিয়ে হ'য়েছে।" রায় মহাশয় অজ্ঞান হইবামাত্র তাঁহাকে দালানের এক প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহার সংজ্ঞা হইবামাত্র তিনি উঠিয়া আসিলেন। জগদম্বা দেবী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে হরিশচন্দ্র, তস্য গৃহিণী, বিন্দুমাধব, সতীনাথ, চন্দ্রশেখর, হেমাঙ্গিণী প্রভৃতি সকলে প্রণাম করিলেন। জগদম্বাদেবী পরিচয়ের জন্য উৎসুক হইলে, রায় মহাশয় সকলের যথাযথ পরিচয় প্রদান করিলেন! বহুক্ষণ কান্নাকাটীর পালা চলিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটী প্রকোষ্ঠে সরলা, হেমাঙ্গিণী, ইন্দু ও জগদম্বাদেবী বসিয়া নানা সাংসারিক বিষয় গল্প করিতেছেন।

সরলা বলিল,—"মা! তোমার সেই ডাকাতে ধরার গল্পটা বলনা?

জগদম্বাদেবী বলিতে আরম্ভ করিলেন করিলেন,—যে দিন আমাদের বাটীতে ডাকাতি হয়, সেই দিন তোমার আর সতুর বড় অসুখ। আমি সেই দিন ঘরে খিল দিই নাই। রাত্রি আন্দাজ বারোটা আমার মনে বড় ভয়ের উদ্রেক হইল। আমি উঠিয়া খিল দিতে গেলাম। এমন

সময়ে কারা আমার মুখ বেঁধে ফেল্‌লে। আমার আর চীৎকার করিবার ক্ষমতা রহিল না। ডাকাতরা আমায় স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিল। ভয়ে আমি অচৈতন্য হইয়া গেলাম। যখন আমার চৈতন্য হইল তখন দেখিলাম আমি একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের ভিতর রহিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"আমাকে এখানে আনিলে কেন?" সে ব্যক্তি আমায় এক অদ্ভুত পৈশাচিক প্রস্তাব করিল। সে কথা এখনও বলিতে লজ্জা করে। আমি তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলাম, সে কিছু বলিল না, শুধু পৈশাচিক হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। দিন দশেক পরে শুনিলাম দস্যু পতির মৃত্যু হইয়াছে। তখন নব দস্যু পতি একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"মা আপনার কাশী যাবার মত আছে? আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। সেই নব দস্যুপতি আমার সেই দিনই কাশী রাখিয়া গেল। তৎপরে আমি আগরার গাড়ীতে উঠিলাম। কারণ দস্যুপতি বলিল,—সতীনাথ আগরায় আছে। আমি গাড়ীতে উঠিয়াই নৃপেনকে দেখিতে পাইলাম। নৃপেন আমায় লইয়া তাহার বাসায় আসিল। তৎপরে নৃপেনের কাছ হইতে খোঁজ লইয়া এখানে আসিয়াছি। আজ এখানে নৃপেনের আসিবার কথা আছে। ঠিক এমন সময়ে কে ডাকিল, মামি? জগদম্বা দেবী বলিলেন, আয় বাবা আয় এতক্ষণ তোর কথাই হচ্ছিল। নৃপেন বরাবর দ্বিতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জগদম্বা দেবী বলিলেন,—বৌ মা আর তিনু আসে নি? নৃপেন। তারা বাহিরে গাড়ীতে আছে।

তখন জগদম্বা দেবী; হেমাঙ্গিনী সরলা, ইন্দু, গাড়ী হইতে বধূমাতা রূপিণী ঈশানীকে নামাইয়া আনিলেন ঈশানীর কোল হইতে সরলা

তিনুকে কাড়িয়া লইলেন। দুষ্টু তিনু বলিল, আমি দিদি কাছে থাকব। তোল কাছে থাকবো না।

সরলা তিনুর মুখ চুম্বন করিলেন।

নৃপেন সোজা সতীনাথের প্রকোষ্ঠে আসিয়া বলিল, কিরে কেমন আছিস্?

সতীনাথ বলিল, কিরে তোর নাকি বিয়ে হ'য়েছে?

নৃপেন বলিল,—আরে শুধু বিয়ে প্রায় দুই বৎসরের একটা ছেলে হ'য়ে গেল।

সতীনাথ বলিল,—তোর গাছে না উঠতেই এক কাঁদি দেখছি।

এমন সময়ে বিন্দু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন সতীনাথ, তুই এখন সুখী।

সতীনাথ বলিল—আজ আমি সম্পূর্ণ সুখী।

সমাপ্ত।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা।